দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৫ ঈসায়ী

আখেরুজ্জামান আর্কাইভ-২০১৫

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৫ ঈসায়ী

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
গাযওয়াতুল হিন্দ” কি অতি নিকটে???	৪
সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল - ১ম পর্ব	৯
সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল -২য় পর্ব	১৬
সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল ৩য় পর্ব	২৪
দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা ও দারিদ্রতার মাহাত্ম্য	৩৬
ইমাম মাহদী (আ:) সম্পর্কে একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর	৪৭

“গাযওয়াতুল হিন্দ” কি অতি নিকটে???

musafir২

Senior Member

০৭-২০-২০১৫

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিশ্রুত “গাযওয়াতুল হিন্দ” কি অতি নিকটে???

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

“গাযওয়াতুল হিন্দ” বলতে ইমাম মাহদি এবং ঈসা (আঃ) এর আগমনের কিছুকাল আগে অথবা সমসাময়িক সময়ে এই পাক-ভারত- বাংলাদেশে মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যকার সংগঠিত যুদ্ধকে বুঝায়।

“আমার উম্মতের দুটি দল এমন আছে, আল্লাহ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। একটি হল তারা, যারা হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে, আরেক দল তারা যারা ঈসা ইবনে মারিয়ামের সঙ্গী হবে”।
Ghazwa E Hind :: হিন্দুস্তানের চূড়ান্ত যুদ্ধ

“গাযওয়া” অর্থ যুদ্ধ, আর “হিন্দ” বলতে এই উপমহাদেশ তথা পাক-ভারত-বাংলাদেশ সহ মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা,নেপাল,ভু টানকে বুঝায়। এবং বর্তমানে এই অঞ্চলের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি আমাদেরকে সেই গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহু আ'লাম। একটা বিষয় মাথায় রাখা উচিত আর তা হলো রাসুলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিটি কথা সত্য এবং গত ১৪০০

বছরের ইতিহাস সেই সাক্ষী বহন করে চলেছে। এবং ইন শা আল্লাহ্* কিয়ামত পর্যন্ত সত্য হয়ে যাবেই। এটাই একজন মুসলিমের ঈমানের অন্যতম ভিত্তি যে সে রাসুলুল্লাহ(সঃ) এর সব কথা, ভবিষ্যৎবাণীকে বিনা বাক্যে বিনা দ্বিধায় মেনে নিবে।

রাসুলুল্লাহ(সঃ) এর কথা অনুযায়ী খোরাসান (বর্তমান আফগানিস্থান) থেকে কালিমাখচিত কালোপতাকাধারীদের উত্থান এবং তাদের কাশ্মীর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া, পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ভারতের কাশ্মীর সীমান্তে ৭ লক্ষ সেনা মোতায়েন, পাক-ভারত-বাংলাদেশের হকপন্থী ইসলামী দলগুলোর আলোচনায় উঠে আসা, পানি নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সাথে ভারতের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং মুসলিমদের নির্যাতন নিয়ে ভারতের ভেতরে মুসলিমদের ক্ষোভের বিস্ফোরণ, সেভেন সিস্টারস তথা ভারতের ৭ টি অঙ্গরাজ্যের স্বাধীনতার দাবি নিঃসন্দেহে ভারত বিভক্তির ইঙ্গিত বহন করে।

সে সময় অবশ্যই পাক-ভারত-বাংলাদেশের মুসলিম নামধারী মুনাফিকরা আলাদা হয়ে যাবে। তারা হইতো কাফিরদের পক্ষে যোগ দিবে অথবা পালিয়ে বেড়াবে। এবং এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মুসলিমরা জয়ী হবে এবং তারা বায়তুল মুকাদ্দাস (বর্তমান ফিলিস্তিন) এ গিয়ে ঈসা (আঃ) এর সাথে মিলিত হবে এবং খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করবে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত "গাজওয়াতুল হিন্দ" সম্পর্কে আসা ৫ টি হাদিসই বর্ণনা করছি।

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর প্রথম হাদিস

আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

"আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে হিন্দুস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। কাজেই আমি যদি সেই যুদ্ধের নাগাল পেয়ে যাই, তাহলে আমি তাতে আমার জীবন ও সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলব। যদি নিহত হই, তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি ফিরে আসি, তাহলে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা হয়ে যাব"।

(সুনানে নাসায়ী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২)

(২) হযরত সা্ওবান (রাঃ) এর হাদিস

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদকৃত গোলাম হযরত সা্ওবান (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের দুটি দল এমন আছে, আল্লাহ যাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ করে দিয়েছেন। একটি হল তারা, যারা হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আরেক দল তারা যারা ঈসা ইবনে মারিয়ামের সঙ্গী হবে'।

(সুনানে নাসায়ী, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৪২)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর দ্বিতীয় হাদিস

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিন্দুস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন,

"অবশ্যই আমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন, আর তারা রাজাদের শিকল/ বেড়ি দিয়ে টেনে আনবে । এবং আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন (এই বরকতময় যুদ্ধের দরুন)। এবং সে মুসলিমেরা ফিরে আসবে তারা ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) কে শাম দেশে (বর্তমান সিরিয়ায়) পাবে"।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

"আমি যদি সেই গাযওয়া পেতাম, তাহলে আমার সকল নতুন ও পুরাতন সামগ্রী বিক্রি করে দিতাম এবং এতে অংশগ্রহণ করতাম । যখন আল্লাহ্ আমাদের সফলতা দান করতেন এবং আমরা ফিরতাম, তখন আমি একজন মুক্ত আবু হুরায়রা হতাম; যে কিনা সিরিয়ায় হযরত ঈসা (আঃ) কে পাবার গর্ব নিয়ে ফিরত । ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! সেটা আমার গভীর ইচ্ছা যে আমি ঈসা (আঃ) এর এত নিকটবর্তী হতে পারতাম, আমি তাকে বলতে পারতাম যে আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন সাহাবী"। বর্ণনাকারী বলেন যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ 'খুব কঠিন, খুব কঠিন'। (আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৯)

(৪) হযরত কা'ব (রাঃ) এর হাদিস

এটা হযরত কা'ব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

"জেরুসালেমের (বাই'ত-উল-মুক্বাদ্দাস) [বর্তমান ফিলিস্তিন] একজন রাজা তার একটি সৈন্যদল হিন্দুস্তানের দিকে পাঠাবেন, যোদ্ধারা হিন্দের ভূমি ধ্বংস করে দিবে, এর অর্থ-ভান্ডার ভোগদখল করবে, তারপর রাজা এসব ধনদৌলত দিয়ে জেরুসালেম সজ্জিত করবে, দলটি হিন্দের রাজাদের জেরুসালেমের রাজার দরবারে উপস্থিত করবে, তার সৈন্যসামন্ত তার নির্দেশে পূর্ব থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সকল এলাকা বিজয় করবে, এবং হিন্দুস্তানে ততক্ষণ অবস্থান করবে যতক্ষন না দাজ্জালের ঘটনাটি ঘটে"।

(ইমাম বুখারী (রঃ) এর উস্তায নাঈম বিন হাম্মাদ (রঃ) এই হাদিসটি বর্ণনা করেন তার 'আল ফিতান' গ্রন্থে । এতে, সেই উধৃতিকারীর নাম উল্লেখ নাই যে কা'ব (রাঃ) থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছে)

(৫) হযরত সাফওয়ান বিন উমরু (রাঃ) তিনি বলেন কিছু লোক তাকে বলেছেন যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আমার উম্মাহর একদল লোক হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ তাদের সফলতা দান করবেন, এমনকি তারা হিন্দুস্তানের রাজাদেরকে শিকলবদ্ধ অবস্থায় পাবে। আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন। যখন তারা সিরিয়া ফিরে যাবে, তখন তারা ঈসা ইবনে মারিয়ামকে (আঃ) এর সাক্ষাত লাভ করবে"।

(আল ফিতান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১০)

এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণিত তৎকালীন হিন্দুস্তানের সীমারেখা বর্তমান ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। বর্তমানে এই উপমহাদেশের মুর্তিপুজারী ভূখণ্ডের মুসলিম প্রধান ভূখণ্ডের উপর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের অব্যাহত প্রচেষ্টা দেখলে বুঝা যায় যে, এটি একদিন চূড়ান্ত সংঘাতময়রূপ ধারণ করবে এবং এখানকার দ্বীন ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী মোতাবেক উম্মতের একটি দলকে এই দিকে অগ্রসর হতে হবে। এবং এটি ঘটবে সেই সমসাময়িক সময়ে যখন সমগ্র দুনিয়াতে ইসলামের ক্রান্তিলগ্নে ইসলামকে খিলাফতের আদলে সাজাতে আল্লাহ ইমাম মাহদিকে প্রেরণ করবেন আর যার

খেলাফতের সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং দাজ্জালের সাথে মহাযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে ঈসা (আঃ) এর আগমন ঘটবে।

"CIA terrified of Ghazwa e Hind"

শিরোনামে এই ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন তারা কতোটা সচেতন আর আমরা কতোটা গাফেল হয়ে আছি।

http://www.youtube.com/watch?v=RqNbqfai৯aE
প্রকৃত সময় এবং অবস্থা একমাত্র আল্লাহ্* সুবহানু তায়ালাই জানেন। আমরা কেবলমাত্র হাদিসের আলোকে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ঘটনা সম্পর্কে নিজেদেরকে সচেতন এবং প্রস্তুত করতে পারি। মহান আল্লাহ্* আমাদেরকে সহিহ বুঝ দান করুন,ক্ষমা করুন, মুনাফিকি থেকে হিফাজত করুন এবং তার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন।

সুত্রঃ
http://jante-hobe.blogspot.nl/২০১৪/০...post_২৭১৬.html

জেনে রাখা উচিত, আমিরুল হিন্দ মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহর নেতৃত্বে আল কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট গাজওয়াতুল শুরু করেছে। ইনশা আল্লাহ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৩১

সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল - ১ম পর্ব

জসিমউদদীন আহমাদ

musafir২

Senior Member

০৭-২০-২০১৫

সিরিয়া প্রসঙ্গে খুদে ব্লগ টুইটারে জনৈক ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'টুইট গণহত্যা বন্ধ করতে পারে'। 'এনপিআর'-এর সাংবাদিক এন্ডি কারভিন পাল্টা প্রশ্ন রেখেছেন, 'আসলে কি তা পারে?' সামাজিক প্রচারমাধ্যম যদিও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়কশক্তি, কিন্তু সিরিয়ার মত দেশের ক্ষেত্রে এর প্রভাব খুব সামান্য। আরববসন্তের জেরে সৃষ্ট প্রতিবাদ-বিক্ষোভ থেকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত সিরিয়া এখন উপ্তপ্ত আগ্নেয়গিরি। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত শক্তিগুলো সেখানে জাহান্নামের দরজা খুলে দিয়েছে। মহাপ্রলয়ের আগে সিরিয়া ও এর আশেপাশে কী কী ঘটতে পারে তা নিয়ে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মাবলম্বীদের মাঝে নানা ধরনের মিথ চালু রয়েছে। বিশ্বনিয়ন্ত্রক ইঙ্গ-মার্কিন ইহুদিবাদ এবং নির্যাতিত মুসলিমদের নিকট সিরিয়া-ফিলিস্তিন ও এর সংলগ্ন অঞ্চল হাজারো বছর ধরে মনযোগের কেন্দ্রভূমি।

প্রাচীনকালে এশিয়া-ইউরোপে স্থল-বাণিজ্যের প্রধান ও বিখ্যাত সিল্করোডটির উৎপত্তি সিরিয়ার আলেপ্পো নগরীতে। এই পথটি ভূ-মধ্যসাগরের ব্যবধানে এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের সংযোগ ঘটিয়েছে। প্রায় ৪ হাজার মাইল দীর্ঘ পথটি দক্ষিণ ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত করেছে সৌদিআরব, সোমালিয়া, মিসর, পারস্য, ভারত, বাংলাদেশ, জাভা এবং মিয়ানমার হয়ে চিনকেও। চিনা, ভারতীয়, ফার্সি, আরবি ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি-সভ্যতার উন্নয়নে এই বাণিজ্যপথের প্রভাব ছিল অসামান্য। এশিয়া-ইউরোপের প্রধান প্রধান বাণিজ্যবহর এই পথটি ধরে ভূ-মধ্যসাগর হয়ে চলাচল করত। বিশ্বসাহিত্যের অনেক গল্প-উপন্যাস, আরব্যরজনীর কল্পকাহিনী এবং প্রাচীন পুরাণ ও লোককথায় সিল্ক রোডের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিরিয়া হাজার হাজার নবি-রাসুলের পুণ্যভূমি। ইতিহাসের অনেক প্রখ্যাত মনীষী দেশটিতে জন্ম

নিয়েছেন। রোম সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রাজধানী ছিল শাম। সে হিসেবে পারস্য ও রোমের পারস্পরিক শক্তিপরীক্ষার মূলকেন্দ্রও ছিল 'বালাদে শাম'। শামে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পারস্য কোণঠাসা হয়ে পড়ে। একইভাবে রোমানদের নিকট থেকে শাম বিজয়ের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বে নবযুগের সূচনা ঘটে। দামেস্ককে কেন্দ্র করে বনু আব্বাসের খেলাফত বিশ্বের বিশাল অংশে দাপটের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকে। আধুনিককালে আরববিশ্বে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক বাথইজমের সূচনাও এই শাম তথা সিরিয়ার ভূমি থেকে।

সিরিয়ার চলমান যুদ্ধ-বিগ্রহের হাল-হকিকত জানার আগে আমরা দেখে নেই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলো বিশেষ করে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' ও 'নিও টেস্টামেন্টে' এই অঞ্চল সম্পর্কে কেয়ামতের আগে ঘটিতব্য ভবিষ্যত বাণীগুলোতে কী বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের আলাদা আলাদা কিন্তু প্রায় সমপর্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এখানে সংঘটিত লড়াইয়ের ব্যাপারে সবাই একমত এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বজাতির বিজয় নিয়ে প্রত্যেকের নিজস্ব অভিমত বা দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। বাইবেল ও তাওরাতের বর্ণনার পাশাপাশি ইহুদি পণ্ডিতদের রচনায় বিষয়টির আলাদা মাহাত্ম্য লক্ষ করা যায়।

শাম নিয়ে মুসলমানদের আগ্রহ ইসলামের শুরুর যুগ থেকে। মক্কায় ইসলামের দাওয়াত এবং মদিনায় ইসলাম বিস্তারের ওই সময়ে পুরো এলাকাটি রোমানদের কব্জার মধ্যে ছিল। পরবর্তীতে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রা. শামে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। যাদের লক্ষ্য ছিল রোমানদের জুলুম-নির্যাতন থেকে ওই অঞ্চলের মানুষকে মুক্ত করে আল্লাহর পথে চালিত করা। প্রথম খলিফার আমলে মুসলমানরা বালাদে শামে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে সমর্থ হননি। পরবর্তীতে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রা.-এর আমলে পুরো অঞ্চলটি মুসলিম বাহিনীর করতলগত হয়।

হাদিসে রাসুলে কেয়ামতের সন্ধিক্ষণে ইমাম মাহদি ও হজরত ঈসা আ.-এর আগমন এবং বালাদে শামে ইতিহাসের চূড়ান্ত ফয়সালাকারী লড়াই নিয়ে বিভিন্ন ভবিষ্যতবাণী দেখতে পাওয়া যায়। তবে মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে বালাদে শামের ভৌগলিক অবস্থানটির দিকে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

বালাদে শাম

আরবি ভাষায় সিরিয়াকে বলা হয় 'বালাদে শাম'। অবশ্য হাদিসের কিতাবে যাকে 'বালাদে শাম' বলা হয়েছে, আজকের সিরিয়া তার থেকে ভিন্ন। মূলত বর্তমানে ওই পরিভাষার মধ্যে পাঁচটি দেশের অন্তর্ভুক্তি দেখা যায়। দেশগুলো হচ্ছে, সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, মিসর ও ফিলিস্তিন। ভূ-মধ্যসাগরের তীরবর্তী এই দেশটির একদিকে রয়েছে ইরাক, তুরস্ক ও লেবানন এবং অন্যদিকে জর্দান ও ইসরঈল। এখানে আছে উর্বর সমভূমি, আছে উঁচু-নিচু পাহাড় এবং মরুভূমি। সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটি প্রাচীনকাল থেকে ভিন্নমতাবলম্বী নানা জাতি-গোষ্ঠীর বসবাসে সমৃদ্ধ। মুসলমান, শিয়া, কুর্দি, আর্মেনিয়, আসিরিয়, দ্রুজ ও খৃস্টানরা এখানে কয়েক শতাব্দীব্যাপী মিলেমিশে রয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানি খেলাফতের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ ও ফরাসির যৌথপ্রযোজনায় 'বালাদে শাম'কে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। বিবিসির মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধি পিটার ম্যান্সফিল্ড 'দ্য আরবস' বইয়ে লিখেছেন, 'কায়রোর এক চায়ের টেবিলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কলমের এক খোঁচায় জর্দান নামের একটি দেশের জন্ম দেন'। অথচ আরববিশ্বের ইতিহাস ঘেঁটে ওই নামে কোনো দেশ বা ভূখ-ের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ওই সময় বিশাল একটি দেশকে পরাশক্তিগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। ফিলিস্তিন অংশ ইহুদিদেরকে বসানো হয়। লেবাননে চালু হয় গোত্রভিত্তিক শাসন। সিরিয়ার বর্তমান ভূখ- ন্যস্ত হয় ফরাসি দখলদারির অধীনে এবং মিসরের নিয়ন্ত্রণভার থাকে ব্রিটিশের হাতে।

অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সিরিয়া ১৯৪৬ সালে ফরাসি উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু ভূখ-গত স্বাধীনতা মিললেও ফরাসির তৈরি সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বিরোধ দেশটিকে অস্থিতিশীল করে রাখে। সামাজিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে ১৯৬৩ সালে সেক্যুলার 'বাথ পার্টি' রাষ্ট্রক্ষমতার দখল নেয়। দলটি মূলত গঠিত ছিল 'নুসাইরি' শিয়াদের দিয়ে। যাদের একটি গোত্র হচ্ছে, 'আলাওয়াইত' গোত্র। 'আলাওয়াইত' শব্দের অপভ্রংশ হচ্ছে, 'আলাভি'। বর্তমানে সিরিয়া-প্রশাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে, আলাভি গোত্রের লোকজন। সেনাবাহিনীও পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে।

শাম নিয়ে প্রচলিত মিথ

বাইবেলে একটি চ্যাপ্টার আছে 'দ্য ওয়ার অব দ্য আরমাগেদন' বা শুভ-অশুভর চূড়ান্ত লড়াই। ওই অধ্যায়ে যিশু মসিহর পুনঃআগমন ও ওই সময় দুনিয়াব্যাপী শুভ-অশুভর লড়াই নিয়ে সবিস্তার আলোচনা রয়েছে। 'আরমাগেদন' ইতিহাসের এমন এক রণক্ষেত্র, খৃস্টীয় বিশ্বাস মতে, 'যিশু' যেখানে শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্যের জয় ছিনিয়ে আনবেন। অন্যদিকে ইহুদিরা মনে করে, 'মহাপ্রলয়ের আগে তাদের পূর্বপুরুষের (ডেভিড ও সলোমন) বসতি 'ফিলিস্তিনে' হাজার বছরের জন্য ইহুদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এ সময় ইহুদিজাতির ত্রাণকর্তা (শান্তির বাদশাহ) 'মালেকুস সালাম' (একচোখ বিশিষ্ট দাজ্জাল) 'বাবে লুদ' (লুদ গেটে) আত্মপ্রকাশ করবে এবং ওই দাজ্জালের নেতৃত্বে দুনিয়াব্যাপী ইহুদিদের একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।'

একই বিষয়ে মুসলিম বিশ্বাস হচ্ছে, 'কেয়ামতের আগে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নেতৃত্বশূন্য মুসলমানদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য 'ইমাম মাহদি' আগমন করবেন। ইমাম মাহদির নেতৃত্বে মুসলমানরা 'বালাদে শামে' মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। ওই যুদ্ধে মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়ের সন্ধিক্ষণে আকাশ থেকে ফেরেস্তার ডানায় ভর করে হজরত ঈসা (আলায়হিস সালাম) নেমে আসবেন এবং তিনি ওই একচোখা দাজ্জালকে হত্যা করবেন।'

এ হচ্ছে শাম নিয়ে তিন ধর্মের সারসংক্ষেপ মিথ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আজকের সিরিয়া হাদিসের কিতাবে যাকে 'বালাদে শাম' বলা হয়েছে, তা কি ইতিহাসের 'আরমাগেদন' হতে যাচ্ছে?

আরমাগেদন : ধর্মগ্রন্থগুলো কী বলে?

'আরমাগেদন' নিয়ে পশ্চিমাদের আগ্রহে কমতি নেই। গোঁড়া ও চরমপন্থী খ্রিস্টানই শুধু নয়, বরং সাধারণ মানুষের মাঝেও এ নিয়ে বিস্তর আগ্রহ দেখা যায়। হলিউডের মত ফিল্মিদুনিয়া 'আরমাগেদন' নিয়ে বেশ কয়েকটি মুভিও তৈরি করেছে। 'আরমাগেদন' [অৎসধমবফফড়হ] শব্দটি ল্যাতিন ভাষা থেকে এসেছে। এটি মূলত হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। হিব্রুতে একে বলা হয়, 'হারমাগেদন' [ঐধৎসধমবফōহ]। বাইবেল ও ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনা অনুযায়ী, কেয়ামতের আগে পৃথিবীব্যাপী সংগঠিত মহাযুদ্ধকে 'আরমাগেদন' বা 'হারমাগেদন' বলা

হয়েছে। একটি বিশেষ সিম্বলিক লোকেশন বা অঞ্চলে ওই যুদ্ধের সূচনা হবে বলে জানা যায়। যেখানে বিশ্বের সবগুলো শক্তির সম্মিলন ঘটবে এবং বলা হয়েছে ওখানে শেষ দৃশ্যপট মঞ্চস্থ হবে [বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী, গ্রিক নিও টেস্টামেন্ট, রেভেলশন- ১৬:১৬]।

'আরমাগেদন' বা 'হারমাগেদন' অর্থ হচ্ছে, গড়ঁহঃধরহ ড়ভ গবমরফফড় [হিব্রু ভাষায় ঞবষ গবমরফফড়] বা 'ম্যাগিডিও পবর্ত'। বলা হচ্ছে, 'ম্যাগিডিও' বা 'পাথুরে পর্বত' আসলে বাস্তবের কোনো পর্বত নয়, বরং এটি একটি 'রূপকবাক্য'। 'বহু প্রজন্মের মানুষ কর্তৃক নির্মিত ও জীবনপ্রাপ্ত' একটি স্থান এটি। ওই স্থানটি আসলে প্রাচীনকালে 'ম্যারিস' বা 'বাণিজ্যপথ' হিসেবে পরিগণিত ছিল। এটি প্রাচীন মিসরিয় সাম্রাজ্যের কোনো একটি অঞ্চল বলে জানা যায়। কিন্তু বির্তকের বিষয়

হচ্ছে, অঞ্চলটির অবস্থান নিয়ে। কারণ স্থানটির বিস্তৃতি ঘটেছে মিসর, সিরিয়া, আনাতোলিয়া (তুর্কি) এবং মেসপটেমিয়া [ইরাক] জুড়ে। প্রাচীনকালের ওই ঃঃৎধফব ৎড়ঁঃব বা 'বাণিজ্যপথের' বর্তমান অবস্থান নির্ণয় সত্যি কঠিন। 'ম্যাগিডিও' এমন একটি স্থান যেখানে সুপ্রাচীনকাল থেকে বড়ো বড়ো যুদ্ধ ও সংঘাত সংঘটিত হয়েছে। যেমন খ্রিস্টপূর্ব ১৫শ' বছর অব্দে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৬০৯ অব্দে ওই অঞ্চলে ভয়াবহ সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আধুনিক ম্যাগিডিও বলা হচ্ছে, গ্যালিলি নদীর দক্ষিণ তীরের পূর্ব-দক্ষিণপূর্বের প্রায় ২৫ মাইল [৪০ কিমি] জুড়ে বিস্তৃত একটি অঞ্চলের কথা। স্থানটি 'কৃসন' নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ইসরঈলের বন্দরনগরী হাইফার নিকটবর্তী একটি নদী। ইতিহাসে দেখা যায়, রোম-ইরান সংঘাত, খেলাফতে রাশেদার সময় মুসলমানগণ কর্তৃক শাম বিজয় এবং সালাহুদ্দীন আয়ুবি রহ. কর্তৃক খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ওই একই অঞ্চল থেকে পরিচালিত হয়।

খ্রিস্টধর্মবিশ্বাসে জানা যায়, সহস্রাব্দের সূচনা 'মিলেনিয়ামে' যিশুমসিহ পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন এবং এন্টিখ্রাইস্ট (সমস্ত অখ্রিস্টানের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। তিনি শয়তান এবং ডেভিলের [দাজ্জাল] বিরুদ্ধে 'আরমাগেদনের' যুদ্ধে অংশ নেবেন। সম-সাময়িককালে ইয়াজুজ-মাজুজের আর্বিভাব ঘটবে। ফলে আত্মরক্ষার্থে তিনি অনুসারীদের নিয়ে জেরুসালেমে আশ্রয় নেবেন। পরে স্বর্গ থেকে ঐশ্বরিক ঘূর্ণির মাধ্যমে ইয়াজুজ-মাজুজকে ধ্বংস করার পাশাপাশি

শয়তানকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে দুনিয়া সকল অশুভ থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি লাভ করবে।

ইহূদি ধর্মগ্রন্থ 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'র বর্ণনানুযায়ী, 'প্রাচীন ম্যাগিডিও' বা 'বাণিজ্যপথ'টি 'জাজরিয়েল ভ্যালি' [হিব্রু] আরবিতে যাকে বলা হয়, 'মারজ ইবনে আমের' গ্যালিলির নি¤œভূতিতে ইসরঈল অধিকৃত ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরে [হাইফার নিকটে] অবস্থিত। এর একপাশে আছে জর্দান উপত্যকা এবং অন্যপাশে ইসরঈলের জেনিন ও তুলকারেম শহর। এই জাজরিয়েল উপত্যকার মধ্যভাগ চিরে তীর চিহ্নের মত যে পথটি বেরিয়ে গেছে, এটিই সুপ্রাচীন 'ম্যাগিডিও' বা 'বাণিজ্যপথ'। ফিলিস্তিন, জর্দান, মিসর, সিরিয়া ও তুরস্কজুড়ে রয়েছে এর বিস্তৃতি। ইসরঈলি পণ্ডিতরা মাউন্ট ম্যাগিডিওকে আদতে কোনো পর্বত বলে মনে করেন না। অধিকাংশ পণ্ডিত এ ধারণা পোষণ করে থাকেন। এদের মধ্যে- রাশধনি, সি সি টরেন, ক্লেইন ও জর্দান উল্লেখযোগ্য। তাদের ভাষায়, মাউন্ট ম্যাগিডিও মূলত কোনো পর্বত নয়, বরং সমভূমি বিশেষ। কেননা, ম্যাগিডিও শব্দটির উৎপত্তি হিব্রু মোয়েড [সড়বফ] শব্দ থেকে। মোয়েড অর্থ হচ্ছে, অংংবসনষু বা 'সমাবেশ'। অংংবসনষু-র ল্যাতিনরূপ হচ্ছে, অৎসধমবফফড়হ। এ হিসেবে 'মাউন্ট ম্যাগিডিও' অর্থ হচ্ছে, গড়ঁহঃধরহ ড়ভ অংংবসনষু বা 'সমাবেশস্থল'। এজন্য ইহূদি পরিভাষায়, গড়ঁহঃধরহং ড়ভ গবমরফফড়-কে বলা হয়, চষধরহং ড়ভ গবমরফফড় বা 'সমভূমির সমাবেশ স্থল'। ওই পণ্ডিতদের আরো ধারণা, এই সমাবেশস্থলটি হচ্ছে, 'মাউন্ট সিনাই' বা সিনাই উপত্যকা, যার ইসরায়েলি নাম, 'মাউন্ট জায়ন' [গড়ঁহঃ তরড়হ]।

'পেন্টাকস্ট' [চবহঃবপড়ংঃ] নামে ইহূদিদের একটি বিশেষ আচার রয়েছে। 'পেন্টাকস্ট' অর্থ হচ্ছে, 'পঞ্চভূজ'। 'পেন্টাকস্ট' এর অপভ্রংশ হচ্ছে, 'পেন্টাকল'। এটি প্রাচীন 'প্যাগান ধর্মের' বিশেষ প্রতীক, যা দেখতে পঞ্চভূজ আকৃতির। [আমেরিকা-ইসরঈল বিষয়ে কাজ করেন এমন অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করে, 'পেন্টাকস্ট' থেকে 'পেন্টাকল' এবং 'পেন্টাকল' থেকে 'পেন্টাগন' নামের উৎপত্তি ঘটেছে। এছাড়া পেন্টাগনের নকশাটাও 'পেন্টাকস্টের' আদলে তৈরি করা হয়েছে। আগ্রহীরা গুগলম্যাপে দেখে নিতে পারেন।] 'পেন্টাকস্টে' আরমাগেদন বিষয়ে একটি 'ক্যাম্পেইন' বা 'পোলেমস' পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে,

‘জেরুসালেমের দক্ষিণ গেটে [বাবে লুদ] ইহূদিদের রক্ষাকর্তা অবতরণ করবে। রক্ষাকর্তা (দাজ্জাল) ইহূদি জাতিকে নিয়ে আরমাগেদনে অশুভর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিশ্বব্যাপী ইহূদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে’।

পেন্টাকস্ট ৩৪০ পৃষ্ঠায় আরো বলা হয়েছে, ‘ইশ্বরের আর্বিভাব দ্বারা এটা চূড়ান্ত পরিণতি প্রাপ্ত হবে। ঈশ্বর সেদিন ইহূদি জাতির পক্ষে ফয়সালা করবেন।’ [রিচার্ড সি ট্রেঞ্চ : নিও টেস্টামেন্ট, সিনোনিয়ামস, পৃষ্ঠা-৩০১-২, জোসেফ হেনরি থ্যায়ার : গ্রিক ইংলিশ লেক্সিকন অব নিও টেস্টামেন্ট, পৃষ্ঠা- ৫২৮। এছাড়া আরমাগেদন ক্যাম্পেইন নিয়ে দেখতে পারেন- মারভিন আর ভিনসেন্ট : ওয়ার্ড স্টাডিজ ইন দি নিও টেস্টামেন্ট, খ--২, পৃষ্ঠা ৫৪২]

উল্লেখ্য, আমাকে একজন আরব বন্ধু বলেছেন, ইসরঈলের দক্ষিণ গেট বাবে লুদে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, ‘এটি আমাদের শান্তির বাদশাহ [মালেকুস সালাম, ইসলামি পরিভাষায়- ‘দাজ্জাল’]-এর আর্বিভাব স্থান।’

[চলবে]

সুত্রঃ

http://anonym.to/?http://www.weeklyl...content_id=৮৯০

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৩৩

সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল -২য় পর্ব

জসীমউদ্দীন আহমদ

musafir২

Senior Member

০৭-২০-২০১৫

(গত পর্বে আমরা দাজ্জাল ও মহাযুদ্ধ নিয়ে ইহুদি-খ্রিস্টানদের আকিদার সংক্ষেপিত আলোচনা উপস্থাপন করেছিলাম। এই পর্বে শামের মহাযুদ্ধ নিয়ে ইসলামি বিশ্বাস আলোচিত হল।)

ইসলামি বিশ্বাস কী বলে

কেয়ামতের আগে ঘটিতব্য শামের (সিরিয়া) যুদ্ধকে হাদিসের কিতাবে 'মহাযুদ্ধ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ওই যুদ্ধ হবে সুকঠিন এবং ইতিহাসের চূড়ান্ত ফয়সালাকারী যুদ্ধ। যেখানে সত্যের সৈনিকদের সঙ্গে বিশ্বের অপরাপর শক্তিগুলো মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে। মহাযুদ্ধের যুগে শাম হবে মুসলমানদের দুর্জয় ঘাঁটি। মুস্তাখাবে কানজুল উম্মাল ও কানজুল উম্মালের মূল কিতাব এবং হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে এ ব্যাপারে আস-সাদেকুল মাসদুক মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সা. কর্তৃক অনেক ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত রয়েছে। মহাযুদ্ধের যুগে শাম ও এর আশপাশের অঞ্চল, এর ভৌগলিক, রাজনীতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ওই হাদিসগুলোতে বিস্তর আলোচনা পাওয়া যায়।

হজরত মুয়াবিয়া ইবনে কুররা রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসুল সা. বলেন, 'শাম যখন ধ্বংসের সম্মুখীন হবে, তখন উম্মতের জন্য কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে না। আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা বিজয়ী থাকবে, কেয়ামত পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' (তিরমিজি, আহমদ) অন্য এক হাদিস থেকে জানা যায়, 'জনৈক সাহাবি আল্লাহর রাসুলের কাছে হিজরতের অনুমতি চেয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে কোন দিকে হিজরতের আদেশ দেবেন?' রাসুল সা. বললেন, 'ওই দিকে।' (হাত দিয়ে তিনি শামের দিকে ইঙ্গিত করলেন)।' (তিরিমিজি)

হজরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে জানা যায়, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘মহাযুদ্ধের যুগে মুসলমাদের তাবু হবে শামের সর্বোন্নত নগরী দামেশকের সন্নিকটস্থ ‘আল-গুতা’ অঞ্চলে।’ [সুনানে আবু দাউদ, খ--৪, পৃষ্ঠা ১১১, আল মুগনি, খ--৯, পৃষ্ঠা ১৬৯]

গুগলম্যাপ অনুযায়ী, ‘আল-গুতা’ বা ‘গুতার’ অবস্থানটি হচ্ছে সিরিয়ার রাজধানী দামেশক থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরে। রাসুল সা. মহাযুদ্ধের যুগে ওই অঞ্চলটিকে মুসলমানদের ‘সামরিক ছাউনী’ বা হেডকোয়ার্টার হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এখান থেকে সিরিয়া, বসরা (ইরাক), কস্তন্তুনিয়া (তুরস্ক) ও ফিলিস্তিনে অভিযান পরিচালনা এবং দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে। বাসার আল-আসাদকে আল-গুতা শহরে রাসায়নিক হামলা চালিয়েছিল।

হযরত আবু জায়িরার বর্ণনায় ফোরাত নদীর তীরে (ইরাকে) ভয়ঙ্কর এক লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে। ওই যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক শাহাদতের বর্ণনাও দেখা যায়। সাহাবি বলেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর কাছে দাজ্জালের আলোচনা উত্থাপিত হলে তিনি বললেন, ‘তার আবির্ভাবের সময় মানুষ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল তার অনুগামী হয়ে যাবে। একদল অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঘরে বসে থাকবে। একদল ফোরাতের তীরে এসে শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। দাজ্জাল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে

আর তারা দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি তারা শামের পশ্চিমাঞ্চলে লড়াই করবে। সেখানে চিত্রা বা ডোরা বর্ণের ঘোড়া সংযুক্ত একটি সেনা ইউনিট প্রেরণ করা হবে। যারা ওখানে ঘোরতর লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। আর এর ফলাফল দাঁড়াবে, এদের একজনও আর ফিরে আসবে না'। [মুসতাদরাকে হাকেম, খ--৪, পৃষ্ঠা ৬৪১]

শামে মহাযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার আগে এর সংলগ্ন অঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মহামারি আকার ধারণ করবে বলে জানা যায়। এক হাদিসে ঘোষিত হয়েছে, 'সবার আগে ধ্বংস হওয়া ভূখ- হল বসরা ও মিসর।' বর্ণনাকারী [হজরত মাসজুর ইবনে গায়লান] জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কারণে তারা ধ্বংস হবে, ওখানে তো সম্মানিত ও বিত্তবান ব্যক্তিরা আছেন?' হাদিসের বর্ণনাকারী হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সামিত রা. বললেন, 'রক্তপাত, গণহত্যা ও অত্যধিক ক্ষুধার [কারণে তারা ধ্বংস হবে]। আর মিসরের ব্যাপার হচ্ছে, নীলনদ শুকিয়ে যাবে। ফলে মিসরে ধ্বংস নেমে আসবে।' [আস-সুনানু ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খ--৪, পৃষ্ঠা ৯০৭]

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহর বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি বলেন, 'মিসর' ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত 'জাজিরাতুল আরব' (আরব উপদ্বীপ) নিরাপদ থাকবে। 'কুফা' ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত 'মহাযুদ্ধ' সংঘটিত হবে না। 'মহাযুদ্ধ' সংগঠিত হলে 'বনু হাশেমের' এক ব্যক্তি 'কস্তন্তুনিয়া' [কনস্ট্যান্টিনোপল-তুরস্ক] বিজয় করবে। [প্রাগুক্ত, খ--৪, পৃষ্ঠা ৮৮৫]

হাদিসে যেসব আলামতের কথা বলা হয়েছে, তার অনেকগুলো ইতোমধ্যে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। কয়েক দশক ধরে মার্কিন অবরোধ ও যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে 'বসরা' তথা ইরাক ধ্বংসপ্রায়। সেখানে ক্ষুধা, অপুষ্টি ও চিকিৎসা সামগ্রীর অভাবে প্রায় সাড়ে বারো লাখ মানুষ মারা গেছে। এছাড়া পুরো ইরাকের ৮৫ ভাগ এলাকা যুদ্ধে পুরোপুরি বা আংশিক ধ্বংস হয়ে গেছে। যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে যেসব এলাকা এখনো কিছুটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাতেও ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। ইরাকের মানুষ কয়েক ধাপে গণহত্যার শিকার হয়েছে। আশির দশকে 'মিখাইল আফলাকে'র আশির্বাদপুষ্ট সেক্যুলার বাথপার্টির ক্ষমতারোহণ ওখানকার সুন্নি ও ধার্মিক মানুষের জীবনে বয়ে এনেছিল অবর্ণনীয় দুর্যোগ। এছাড়া মার্কিন ইন্ধনে আশির দশকের ইরাক-ইরান যুদ্ধ, নব্বই দশকের ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন এবং সহস্রাব্দের 'মিলেনিয়াম' সূচনায়

মার্কিন দখলদারিতে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে ওই জনপদটি। বিগত কয়েক দশকে সেখানে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় তিন মিলিয়ন মানুষ। যার মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে মৃতের সংখ্যা কম করে হলেও ১২ লাখ। জীবিত মানুষদেরও বেশিরভাগ পঙ্গু, বিকলাঙ্গ বা প্রাণঘাতি নানাবিধ রোগেশোকে আক্রান্ত।

অন্যদিকে মিসরের বর্তমান অবস্থা সচেতন সব মানুষই পরিজ্ঞাত। বর্তমানে সেখানে ইসলামপন্থীদের সরিয়ে আমেরিকার গৃহপালিত সেক্যুলার সেনাবাহিনীকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে। যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনো প্রকার রাখঢাক করছে না। এছাড়া হাদিসে নীলনদ শুকিয়ে যাওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, সেটিও ভাবনার বিষয়। ভূগোলবিদরা নীলনদকে মিসরের 'প্রাণ' বলে থাকেন। শীত ও বসন্তে নীলনদ শান্তভাবে চলে, কিন্তু বর্ষায় দু'কূল ছাপিয়ে আশপাশের সব জায়গা ভাসিয়ে দেয়। প্লাবনে নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চল উর্বর হয়ে ওঠে, এতে ফসল ভালো হয়। এ জন্য নীলনদকে বলা হয় 'মিসরের প্রাণ'। ৩,৮৬,৯৯০ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট দেশটির ৯০ ভাগই মরুভূমি। ফলে ৯৯ ভাগ লোক বাস করে নীল নদের ব-দ্বীপ ও অববাহিকা এলাকায়। এই নদীর মাধ্যমে মিসরের কৃষিক্ষেত্রে পানির যোগান দেওয়া হয়। এছাড়া মিসরীয়দের সুপেয় পানির চাহিদাও মেটানো হয় এই নদীর পানি দিয়ে।

নীলনদের উৎপত্তি আফ্রিকার উগান্ডা সেন্ট্রালের ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে। ওই হ্রদের একটি ধারা রুয়ান্ডা হয়ে ইথিওপিয়ার মধ্য দিয়ে নীলনদ পর্যন্ত বয়ে গেছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে, এপ্রিল ২০১১-তে ইথিওপিয়ার খ্রিস্টান সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ৪.৮ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে 'গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁস ড্যাম' (এৎধহফ ঊঃযরড়ঢ়রধহ জবহধরংঃধহপব উধস) নামে ইথিওপিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবহমান নীলনদের ওপর বাঁধ নির্মাণ শুরু করেছে, যার কাজ শেষ হবে জুলাই ২০১৭ সালে। ১৭০ মিটার উচ্চাতার এই ড্যামটি প্রায় সোয়া এক কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। বিশাল আকৃতির এই জলবিদ্যুৎ বাঁধটি ইথিওপিয়ার জন্য 'রেনেসাঁ' হলেও নীলনদ তথা মিসরের জন্য হবে মরণফাঁদ। কারণ এটি বাস্তবায়িত হলে নীলনদে পানির পরিমাণ বার্ষিক ১১-১৭ বিলিয়ন কিউবিক লিটার করে কমতে থাকবে। এতে অল্প কয়েক বছরে নীলনদ শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হবে। এছাড়া নীলনদকে উপজীব্য করে গড়ে ওঠা কৃষিখামারগুলোর প্রায় ২ মিলিয়ন কৃষকও বেকার হয়ে যাবে। মিসর সরকার শুরু থেকে এই প্রকল্পের

বিরোধিতা করে আসছে। মুরসি আমলে প্রয়োজনে যুদ্ধেরও ঘোষণা দেয়া হয়। এখন যদি ওই ড্যাম নির্মাণ সম্পন্ন হয়, তাহলে নীলনদকে তা পানিশূন্য করে ফেলবে। যেমন ফারাক্কার কবলে পড়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ খরস্রোতা নদী ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণীও এদিকে ইঙ্গিত করছে। মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'বায়তুল মাকদিস আবাদ হওয়া মদিনার ক্ষতির কারণ হবে। আর মদিনার ক্ষতি মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি করবে। মহাযুদ্ধ কস্তন্তুনিয়া [কনস্ট্যান্টিনোপল-তুরস্ক] বিজয়ের কারণ হবে। কস্তন্তুনিয়া বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের কারণ হবে।' বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রাসুল সা. হাদিসটির বর্ণনাকারীর উরুতে কিংবা কাঁধের ওপর চাপড় মেরে বললেন, 'এই মুহূর্তে তোমার এখানে উপবিষ্ট থাকার বিষয়টি যেমন সত্য, আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীও তেমনই সত্য।' [সুনানে আবু দাউদ, খ--৪, পৃষ্ঠা ১১০ ও মুসনাদে আহমদ, খ--৫, পৃষ্ঠা ২৪৫]

এই হাদিসে বায়তুল মাকদিস আবাদ হওয়ার যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, ইহুদিবাদী 'ইসরাইল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

মুসলমানরা শামে একত্রিত হবেন

মহাযুদ্ধ সংঘটিত হলে সব মানুষ শামে হিজরত করবে। বিশেষ করে ইমানদাররা। হাদিসে রাসুলে দেখা যায়, কেয়ামতের পূর্বে অধিকাংশ ইমানদার হিজরত করে শাম চলে যাবেন। আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদের হাদিসে শামের ফজিলত বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসুল সা. বলেন, 'নিশ্চয় শাম হচ্ছে আল্লাহর ভূমির মধ্যে উত্তম ভূমি।'

আবদুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর রাসুল সা. বলেন, 'এমন এক সময় আসবে, যখন সব মুমিন শামে গিয়ে মিলিত হবে।' (ইবনে আবি শায়বা) এছাড়া হাদিসে খোরাসান থেকে কালো পতাকাধারীদের জেরুসালেম গমনের তথ্যও পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে ইমাম মাহদি থাকবেন বলে বলা হয়েছে। রাসুল সা. বলেন, আমার পরে অনেক বাহিনী আসবে। তোমরা অবশ্যই ওই বাহিনীতে যোগ দেবে যেটা খোরাসান (আফগানিস্তান) থেকে আসবে। এটা এমন সময় হবে, যখন মুসলমানদের স্বর্ণ-রৌপ্য এবং সম্পদের প্রাচুর্য থাকবে কিন্তু তারা হবে খুব দুর্বল ও অসহায়। কুফরিশক্তি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য একে অপরকে

এমনভাবে আহবান করবে যেভাবে প্রচ- ক্ষুর্ধাতরা দস্তরখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মুসলমানদের কাছে তাদের বিরোধী লোকদের চাইবে। জবাবে মুসলমানরা বলবে, আল্লাহর কসম! তারা আমাদের ভাই। আমরা কখনো তাদের হস্তান্তর করব না। ফলে উভয় দলের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। এক তৃতীয়াংশ মুসলিম যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবে যাদের তওবা আর কখনোই কবুল করা হবে না। এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে আর তারা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ শহিদ হিসেবে বিবেচিত হবেন। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ ইমাম মাহদির নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে থাকবে যতোক্ষণ না তারা বিজয়ী হয়। সেই সময় তোমরা উঁচু পর্বতমালার মাঝে বৃক্ষবেষ্টিত একটি সমভূমিতে একত্রিত হবে। খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী সেনাবাহিনী আসবে। কোনো শক্তি তাদের অগ্রযাত্রা থামাতে পারবে না যতোক্ষণ না তারা জেরুসালেমে তাদের পতাকা উত্তোলন করে।' হাদিসের বর্ণনাকারীকে উদ্দেশ করে আল্লাহর রাসুল সা. আরো বলেন, 'যদি তুমি খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী বাহিনীকে আসতে দেখ অতিসত্ত্বর তাদের সঙ্গে যোগ দিও, যদিও তোমাকে বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। কেননা, তাদের মধ্যে থাকবেন প্রতিশ্রুত মাহদি।'

মহাযুদ্ধের যুগে শাম

মহাযুদ্ধের যুগে শামের অবস্থা কেমন হবে আর ওখানে কী ভয়ঙ্কর লড়াই হবে সে ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে জানা যায়। তিনি বলেন, 'এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যখন উত্তরাধিকারও বণ্টিত হবে না, গনিমতের জন্য আনন্দও করা হবে না।' এরপর তিনি সিরিয়ায় দিকে আঙ্গুল তুলে এর ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। বললেন, 'সিরিয়ার ইসলামপন্থীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ইসলামপন্থীরাও তাদের মোকাবেলায় প্রস্তুত হয়ে যাবে।'

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি রোমানদের (খ্রিস্টানদের) কথা বলতে চাচ্ছেন?' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, 'হ্যাঁ, সেই যুদ্ধটি হবে ঘোরতর। মুসলমানরা জীবন বাজি রেখে লড়বে। তারা প্রত্যয় গ্রহণ করবে, বিজয় অর্জন না করে ফিরবে না। উভয়পক্ষ লড়াই করবে। এমনকি যখন রাত উভয়ের মাঝে আড়াল তৈরি করবে, তখন উভয়পক্ষ আপন আপন শিবিরে ফিরে

যাবে। কোনো পক্ষই জয়ী হবে না। এভাবে একদল আত্মঘাতী জানবাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর আরেকদল মুসলমান মৃত্যুর শপথ নেবে, হয় বিজয় অর্জন করব, নয়ত জীবন দিয়ে দেব। উভয়পক্ষ যুদ্ধ করবে। রাত তাদের মাঝে আড়াল তৈরি করলে চূড়ান্ত কোনো ফলাফল ছাড়াই উভয়পক্ষ আপন আপন শিবিরে ফিরে যাবে। এভাবে মুজাহিদদের এই জানবাজ দলটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপর আরেকদল মুসলমান শপথ নেবে। হয় জয় ছিনিয়ে আনব, নতুবা জীবন বিলিয়ে দেব। তারা পর্যন্ত যুদ্ধ করবে। রাত নেমে এলে উভয়পক্ষ জয় না নিয়ে শিবিরে ফিরে যাবে। এই জানবাজ দলটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

চতুর্থ দিন অবশিষ্ট মুসলমান যুদ্ধের জন্য শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যাবে। এবার আল্লাহ শত্রুপক্ষের জন্য পরাজয় অবধারিত করবেন। মুসলমানরা ঘোরতর যুদ্ধ করবে। এমন যুদ্ধ যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে, মৃতের পাশ দিয়ে পাখিরা উড়বার চেষ্টা করবে; কিন্তু মরদেহগুলো এত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকবে কিংবা লাশগুলো এত দুর্গন্ধ হয়ে যাবে, পাখিগুলোও মরে মরে পড়ে যাবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের পরিজন তাদের গণনা করবে। কিন্তু শতকরা একজন ব্যতীত কাউকে জীবিত পাবে না। এমতাবস্থায় গনিমত বণ্টনে কি কোনো আনন্দ থাকবে? এমতাবস্থায় উত্তরাধিকার বণ্টনের কি কোনো সার্থকতা থাকবে? পরিস্থিতি যখন এই দাঁড়াবে, ঠিক তখন মানুষ আরো একটি যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পাবে, যা হবে এর চেয়েও ভয়াবহ। কেউ একজন চিৎকার করে সংবাদ ছড়িয়ে দেবে, দাজ্জাল এসে গেছে এবং তোমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে তোমাদের পরিবার-পরিজনকে ফেতনায় নিপাতিত করার চেষ্টা করছে। শুনে মুসলমানরা হাতের জিনিসপত্র সব ফেলে দিয়ে ছুটে যাবে। দাজ্জালের আগমনের সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তারা দশজন অশ্বারোহী প্রেরণ করবে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি এই দশ ব্যক্তির নাম, তাদের পিতার নাম, তাদের ঘোড়াগুলোর কোনটির কী রং তাও জানি। সে যুগে ভূপৃষ্ঠে যত অশ্বারোহী সৈনিক থাকবে, তারা হবে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৈনিক।'

(সহিহ মুসলিম, খ- ৪, পৃষ্ঠা ২২৩; মুসতাদরাকে হাকেম, খ- ৪, পৃষ্ঠা ৫২৩; মুসনাদে আবি ইয়া'লা, খ- ৯, পৃষ্ঠা ২৫৯)

(আগামী পর্বে দাজ্জাল, তাবরিয়া উপসাগর, হায়কলে সোলায়মানি ও ফ্রিম্যাসনদের নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ)

সুত্রঃ

http://www.weeklylikhoni.com/

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৩৬

সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল ৩য় পর্ব

জসীমউদ্দীন আহমদ

musafir২

Senior Member

০৭-২০-২০১৫

দাজ্জাল তৈরি?

রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘নিশ্চয় দাজ্জালের আর্বিভাবের পূর্বে ধোঁকাবাজির বেশ কিছু বছর অতিক্রান্ত হবে। তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী আর সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা হবে। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে খেয়ানতকারী আর খেয়ানতকারীকে বিশ্বস্ত আখ্যায়িত করা হবে।’

ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.) এর ঘোষককে ঘোষণা দিতে শুনলাম, ‘সালাতের জন্য মসজিদে যাও।’ ঘোষণা শুনে আমি মসজিদে গেলাম এবং রাসুল (সা.) এর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে তিনি মিম্বরে উঠে বসলেন এবং মৃদু হেসে বললেন, ‘প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সালাতের স্থানে বসে থাক।’
তারপর বললেন, ‘তোমরা কি জান, আমি তোমাদেরকে কেন একত্র করেছি?’ সাহাবিগণ বললেন, ‘আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.)-ই ভাল জানেন।’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কিছু দেওয়ার জন্য বা কোনো ভীতি প্রদর্শনের জন্য সমবেত করিনি, বরং তামিম দারির একটি ঘটনা শোনানোর জন্য তোমাদেরকে একত্র করেছি। তামিম দারি ছিল খৃস্টান। সে আমার নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমাকে এমন একটি ঘটনা শুনিয়েছে, তা ওই কথার সঙ্গে মিল রাখে, যা দাজ্জাল সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম।’

সে বলল, ‘একদা সে ‘লাখাম’ ও ‘জুজাম’ গোত্রের ত্রিশজন লোকের সঙ্গে একটি সামুদ্রিক জাহাজে সফরে বের হয়েছিল। সমুদ্রের তরঙ্গমালা একমাস পর্যন্ত তাদের অজনা পথে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তারপর সূর্যাস্তের সময় তারা একটি দ্বীপে নোঙ্গর করল। জাহাজের সঙ্গে বেঁধে রাখা ছোট নৌকায় করে তারা ওই দ্বীপে অবতরণ

করল। তখন অস্বাভাবিক লোমবিশিষ্ট একটি প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলল, যার লোমের আধিক্যের কারণে আগ-পিছ বোঝা যাচ্ছিল না। প্রাণীটি তাদের সঙ্গে কথা বলল। তারা অবাক হয়ে গেল, মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী কীভাবে কথা বলতে পারে?

তারা ওই প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোর অমঙ্গল হোক, তুই কে?'

প্রাণীটি বলল, 'আমি জাসসাসা।'

তারা বলল, 'জাসসাসা' কী?

সে বলল, আমি 'গুপ্তসংবাদ' অন্বেষণকারী। প্রাণীটি তাদের বলল, 'ওই যে গির্জা দেখা যাচ্ছে, সেখানে একজন লোককে বন্দি করে রাখা হয়েছে। সে তোমাদের খবর জানতে উদগ্রীব।'

তামিম দারি বলেন, 'প্রাণীটির নিকট লোকটির কথা শুনে আমাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল, আমরা ভাবলাম, সে কি তবে শয়তান? তখন আমরা দ্রুত সেখানে গেলাম এবং ওই গির্জায় প্রবেশ করলাম। সেখানে বিশালাকৃতির এক লোককে দুই হাত ঘাড়ের সঙ্গে পেচিয়ে পায়ের গোছা ও গোড়ালির মাঝ দিয়ে বুক পর্যন্তÍ শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।'

আমরা তাকে দেখে বললাম, 'ছি, তোর একি অবস্থা?'

লোকটি বলল, 'তোমরা আমার খবর জানতে পারবে। আগে বল, তোমরা কারা?' আমরা বললাম, 'আমরা আরবের লোক। একটি সামুদ্রিক যানে আমরা সফর করছিলাম। হঠাৎ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে পড়ে গেলাম। সেই তরঙ্গ আমাদেরকে ক্রমাগত একমাস ভাসিয়ে নিয়ে চলল। তারপর আমরা এই দ্বীপে নোঙ্গর করলাম এবং ছোট নৌকায় করে এখানে অবতরণ করলাম। এখানে আমরা

বহুলোম বিশিষ্ট এক প্রাণীর সাক্ষাৎ পেলাম, লোমের আধিক্যে যার অগ্র-পশ্চাৎ চেনা যায় না। সে বলল, সে জাসসাসা। সে আমাদেরকে, তোমার সংবাদ বলল।' লোকটি বলল, 'বিসানের খেজুর বাগানের কী অবস্থা। তা কি এখনো ফল দেয়?' (বিসান ফিলিস্তিনের একটি অঞ্চল)

আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, এখনো ফল দেয়।'

সে বলল, 'শোন, শীঘ্রই তা ফল দেবে না।'

সে বলল, 'তাবরিয়া' (সি অব গ্যলিলি) সাগরের অবস্থা কী? তা কি শুকিয়ে গেছে?'
আমরা বললাম, 'না তা শুকায়নি।'

সে বলল, 'শীঘ্রই তা পানিশূন্য হয়ে যাবে।'

এরপর সে বলল, 'তোমরা আমাকে 'জুর' ঝর্ণার খবর দাও। তাতে কি পানি আছে?' (জুর সিরিয়ার একটি অঞ্চল)

আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, তাতে প্রচুর পানি আছে। মানুষ ওই পানি দিয়ে চাষাবাদ করে।'
সে বলল, 'তোমরা আমাকে উম্মি নবির খবর বল। তিনি কি করছেন?'

আমরা বললাম, 'তিনি মক্কায় আর্বিভূত হয়েছেন। এবং সঙ্গীদের নিয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন।'

সে বলল, 'তার বিরুদ্ধে আরবরা কি যুদ্ধ করেছে?'

আমরা বললাম, 'হ্যাঁ।'

সে বলল, 'তিনি তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন?'

আমরা বললাম, 'তিনি তার পার্শ¦বর্তী আরবদের ওপর বিজয় লাভ করেছেন এবং তারা তাঁর অনুগত হয়ে গেছে।'

সে বলল, 'এমনই হবে।'

আমরা বললাম, 'হ্যাঁ।'

সে বলল, 'তাঁর আনুগত্য করাই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আচ্ছা, এবার আমি আমার অবস্থা বর্ণনা করছি, আমি 'মসিহ দাজ্জাল'। অদূর ভবিষ্যতে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি বের হয়ে সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করব, শুধু মক্কা-মদিনা ব্যতীত। চল্লিশ দিনের মধ্যে পৃথিবীর সব স্থানে গমন করব। কিন্তু মক্কা-মদিনায় প্রবেশ আমার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যখনই আমি তার কোনো একটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করব, তখন ফেরেশতা উন্মুক্ত তরবারি হাতে আমাকে বাধা প্রদান করবে। বস্তুত তার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতা পাহারারত রয়েছে।' বর্ণনাকারী বলেন, এ পর্যন্ত বর্ণনা করে রাসুল আপন লাঠি দ্বারা মিম্বরে টোকা দিয়ে তিনবার বললেন, 'এটাই মদিনা, এটাই মদিনা, এটাই মদিনা।'

তারপর তিনি বললেন, 'আমি কি ইতোপূর্বে তোমাদেরকে এ হাদিসটি বর্ণনা করিনি?'
লোকেরা বলল, 'জি হ্যাঁ।'

তারপর তিনি বললেন, 'দাজ্জাল সিরিয়ার কোনো এক সাগরে অথবা ইয়েমেনের কোনো এক সাগরে রয়েছে। পরে বললেন, বরং সে পূর্ব দিক থেকে আগমন করবে। এই বলে তিনি হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারা করলেন।' (সহিহ মুসলিম)
সি অব গ্যালিলি;

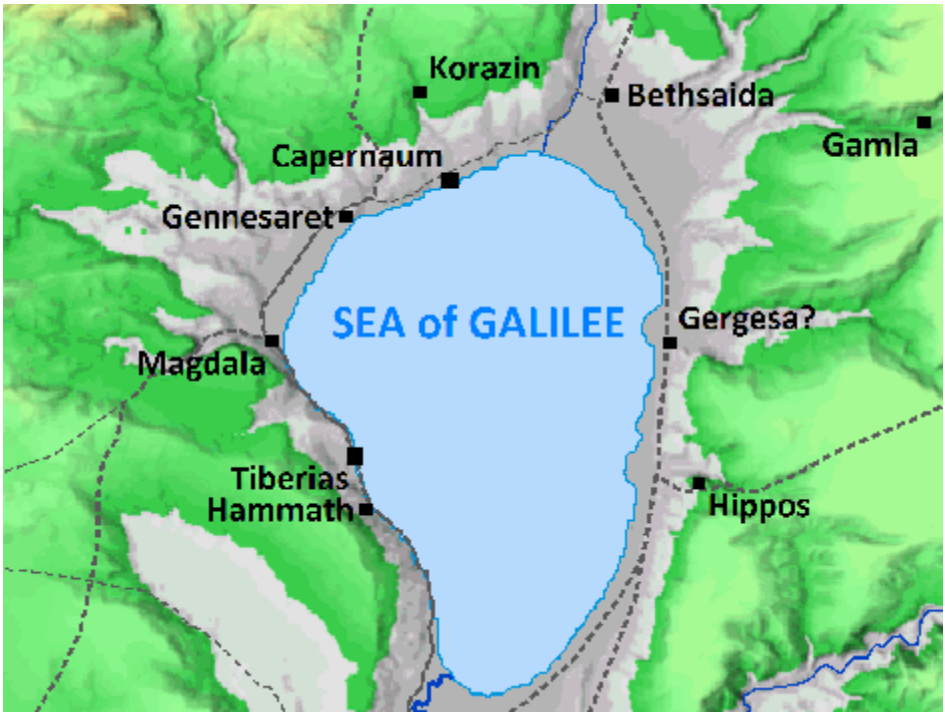

‘তাবরিয়া উপসাগর’ শুকিয়ে যাচ্ছে!

দাজ্জালসংক্রান্ত তামিম দারির হাদিসে দাজ্জালের আগমনের যেসব আলামতের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ‘তাবরিয়া উপসাগর’, ‘বিসানের খেজুর বাগান’ এবং ‘আল-জুর ঝর্ণা’। এছাড়া হায়কলে সোলায়মানিকেও ইয়াহুদিধর্ম বিশ্বাসীরা দাজ্জাল আগমনের উপলক্ষ বলে মনে করে থাকে। এই পর্বে আমরা ভূ-তাত্ত্বিক এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

ইসরইলের সর্ববৃহৎ উষ্ণপানির লেক হচ্ছে, ‘সি অব গ্যালিলি’ যাকে আরবিতে বলা হয়েছে, ‘বাহরিয়ায়ে তাবরিয়া’। ৫৩ কিলোমিটার পরিধির এই হ্রদটি লম্বায় ২১ কিলোমিটার এবং প্রস্থে প্রায় ১৩ কিলোমিটার। সর্বোচ্চ গভীরতা ৪৩ মিটার বা ১৪১ ফুট। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭০৫ ফুট নি¤œে এই হ্রদটি মৃতসাগরের পরে পৃথিবীর সর্বনি¤œ হ্রদ। সুমিষ্ট পানি এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ‘তাবরিয়া উপসাগরের’ অবস্থান হচ্ছে পূর্ব ইসরাইল জর্দান সীমান্তের সন্নিকটে। এ সময় পর্যন্ত তাতে নানা প্রজাতির সাধু পানির মাছ পাওয়া যায়। ‘তাবরিয়া উপসাগর’ ইসরাইল মিষ্টি পানির সবচেয়ে বড় আধার। এই উপসাগরের পানির প্রধান উৎস হল জর্দান নদী। নদীটি গোলান মালভূমির জাবালুশ-শায়খ চূড়া থেকে নেমে এসেছে। ১৯৬৭ সালের ছয়দিনের ‘আরব-ইসরঈল যুদ্ধে’ ইসরঈলি ইয়াহুদিরা সিরিয়ার নিকট থেকে গোলান মালভূমি জবরদখল করে। যা অদ্যবধি তাদের মজবুত কব্জার মধ্যে রয়েছে। জাবালুশ-শায়খ গোলানের পাহাড়ি ধারার সবচেয়ে উঁচু চূড়া। এর উচ্চতা ৯২৩২ ফুট। যার এদিকে রয়েছে ‘বায়তুল মাকদিস’ আর অন্যদিকে সিরিয়ার রাজধানী ‘দামেস্ক’।

ইসরঈল জাবালুশ-শায়খ থেকে নেমে আসা তাবরিয়া উপসাগরের গতি ঘুরিয়ে নিজের দিকে নিয়ে গেছে। ইসরাইল পানির বেশির ভাগ চাহিদা পূরণ হয় তাবরিয়া দরিয়ার মাধ্যমে। এখান থেকে বছরে প্রায় ৪০ কোটি কিউবিক লিটার পানি পুরো ইসরঈলে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া ইসরাইল মিনারেল ওয়াটারের (সুপেয় পানি) বিরাট উৎস এই তাবরিয়া উপসাগর। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এ অঞ্চলের

মুসলমানদেরকে পানি থেকে বঞ্চিত করার জন্যে নিজের চাহিদা পূরণের পর ইসরঈল অবশিষ্ট পানি মরুভূমিতে নিয়ে ফেলছে। এতে একদিকে জর্দানের ভূমি বন্ধ্যা হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অন্যদিকে তাবরিয়া উপসাগরও শুকিয়ে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যে ইসরাইল কিছু সচেতন মানুষ 'সেভ সি অব গ্যালিলি' নামে ইন্টারনেট ও বিভিন্ন সামাজিক ফোরামে প্রচারণা শুরু করেছে। ওয়ার্ল্ড ওয়াটার স্ট্যাটিস্টিকের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ইসরাইল বর্তমান ওয়াটার প্লান চালু থাকলে ২০২০ সালের মধ্যে সি অব গ্যালিলি বা তাবরিয়া উপসাগর শুকিয়ে যেতে পারে।
মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইয়াহুদিদের 'মেগডের' মাঠ আর খৃস্টানদের 'আরমাগেদনের' প্রান্তর এই তাবরিয়া উপসাগরের কাছাকাছি পশ্চিমে অবস্থিত। এছাড়া হাদিসে দাজ্জাল কর্তৃক মুসলমানদের অবরোধ করে রাখার যে 'আফিক' ঘাঁটির কথা বলা হয়েছে, সেই স্থানটির অবস্থানও এই উপসাগরের দক্ষিণে।

কুববাতুস সাখরা; মসজিদে ওমর

বর্তমানে 'মসজিদে আল-আকসা' বা 'বায়তুল মাকদিস' নামে পরিচিত যেই মসজিদটির চিত্র আমরা সচারাচর দেখতে পাই, তা সেই 'আল-আকসা' নয়, যেটি হজরত সোলায়মান (আ.) নির্মাণ করিয়েছিলেন। কেননা, ৫৯৭ খৃস্টপূর্ব অব্দে বাবেলের রাজা 'নেবুচাদনেজর' শামে আক্রমণ করে বায়তুল মাকদিস পুড়িয়ে দেয় এবং ওই মসজিদে সংরক্ষিত বনি ইসরঈলি নবিদের স্মৃতিচিহ্নগুলো লুণ্ঠন করে। ওই সময় দলে দলে ইয়াহুদিকে দাস হিশেবে বন্দি করে 'বাবেল' নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সাহাবায়ে কেরামের জমানায় ওই এলাকায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে পুরো মসজিদটি ভিত্তিসহ ধ্বসে পড়ে। বায়তুল মাকদিস ধ্বংসের প্রায় সাড়ে বারো শ' বছর পরে হজরত ওমরের রা. খেলাফতকালে ফিলিস্তিনে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে, তিনি মসজিদটির মূলভিত্তি (হায়কলে সোলায়মানি) থেকে ২শ মিটার পূর্বদিকে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

ইতিহাসে দেখা যায়, ৬৩৭ সালে আবু ওবায়দা বিন জাররাহ রা.-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী জেরুসালেম অবরোধ করে। দীর্ঘদিন অবরোধের পর জেরুসালেমের খৃস্টান শাসক পেট্রিয়ার্ক সফ্রোনিয়াস খলিফা ওমর রা.-এর কাছে আত্মসমর্পণে রাজি হয়। এরপর ওমর রা. জেরুসালেম আসেন এবং আত্মসমর্পণ

অনুষ্ঠিত হয়। হজরত ওমর রা. জেরুসালেমে ধ্বংসপ্রাপ্ত বায়তুল মাকদিস পরিদর্শনে গেলে পোপ তাকে সেখানে নামাজ পড়তে অনুরোধ করে। কিন্তু ওমর রা. তা প্রত্যাখ্যান করে বায়তুল মাকদিসের আঙিনায় নামাজ পড়েন। যেখানে দাউদ (আ.) (ইয়াহুদি পরিভাষায় ডেভিড) নামাজ পড়েছিলেন বলে কথিত আছে। রাসুল সা. মেরাজের রাতে ওই স্থান থেকে ঊর্দ্ধাকাশে গমন করেছিলেন। এই স্মৃতি বিজড়িত স্থানে হজরত ওমর রা. একটি কাঠের মসজিদ নির্মাণ করেন। ১১৯৩ সালে আইয়ুবি শাসনামলে সুলতান আল-ফজল ইবনে সালাহুদ্দীন ১৫ মিটার (৪৯ ফুট) উঁচু মিনার বিশিষ্ট মসজিদের বর্তমান কাঠামোটি নির্মাণ করেন। পরে তুর্কি সুলতান প্রথম আবদুল মজিদ এর পুনঃনির্মাণ করেন। বর্তমান কাঠামোটি তুর্কি আমলে নির্মিত। যাকে 'ডোম অব রক' বা 'কুববাতুস সাখরা' বলা হয়। এর অন্য নাম 'মসজিদে ওমর'। কালে কালে মসজিদটিতে ব্যাপক সংস্কার হয়েছে। তুর্কি সম্রাট সোলায়মানের শাসনামলে এর বাইরের দেয়াল সুদৃশ্য টাইলস দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। সর্বশেষ জর্দানের কিং হুসাইন গম্বুজটির ওপর ৮.২ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ৮০ কেজি স্বর্ণের প্রলেপ দান করে। যে কারণে বহু দূর-দূরান্ত

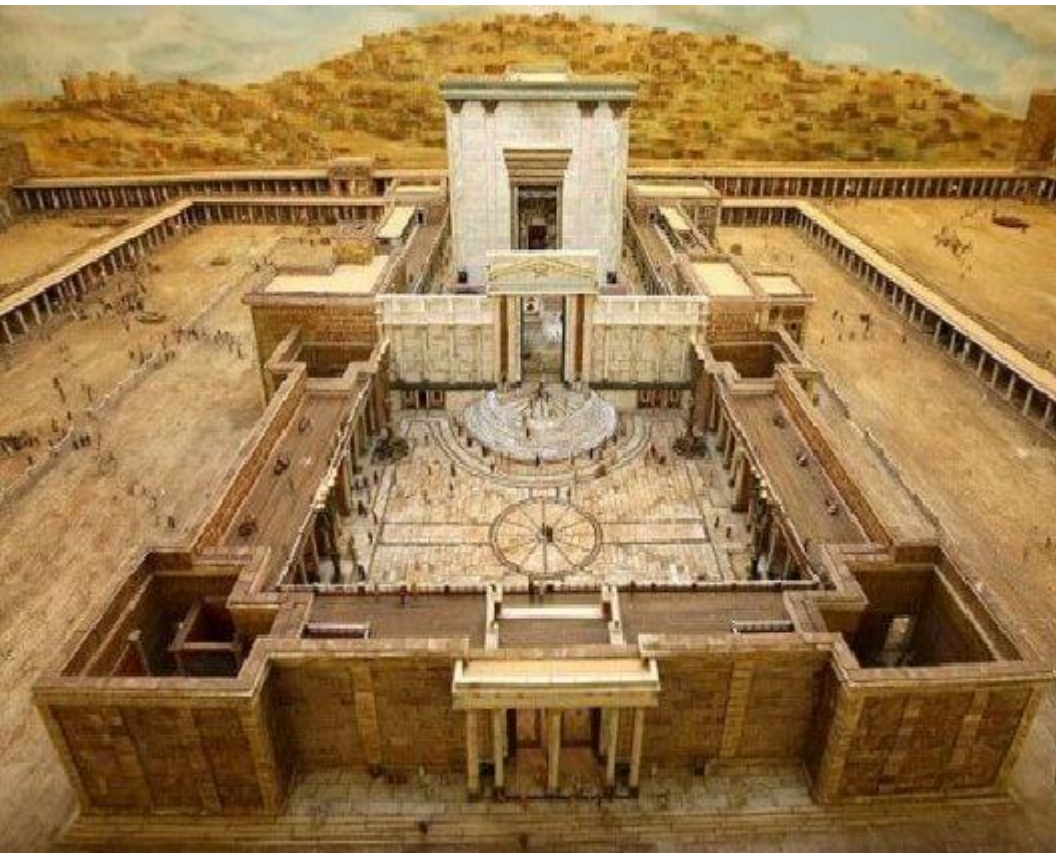

থেকেও ঝলমলে ওই সোনালি গম্বুজটি পরিদৃশ্য হয়।

ইয়াহুদিরা বিশ্বাস করে, তাদের মধ্য থেকে হযরত দাউদ আ.-এর বংশধারায় এক সন্তান জন্ম লাভ করবে। যে সোলায়মান আ.-এর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে বসে পুরো দুনিয়া শাসন করবে। এ কারণে ইয়াহুদিরা কুব্বাতুস সাখরার চারপাশে খনন কাজ চালাচ্ছে। যাতে তা নিজে নিজে ভেঙে পড়ে। আর তারা সোলায়মান আ.-এর ভিত্তির ওপর ওই মসজিদটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

ফ্রিম্যাসন

খৃস্টের জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে নবি সোলায়মান (আ.) ফিলিস্তিনে ‘মসজিদে আকসা’ বা ‘বায়তুল মাকদিস’ নির্মাণ করেছিলেন। ইয়াহুদিদের নিকট এটি ‘টেম্পল অব সলোমন’ নামে পরিচিত। ইয়াহুদি বিশ্বাস মতে, এই টেম্পল বা মন্দিরে রক্ষিত ছিল পাথরে খোদিত ‘দশম আজ্ঞা’ বা ‘টেন কমান্ডমেন্টস’। ইয়াহুদিদের আরো বিশ্বাস হচ্ছে. ওই টেম্পলে স্বয়ং ঈশ্বর বাস করতেন।

ধারণা করা হয় সোলায়মান (আ.) ‘ইয়াওয়ের’ (হিব্রু ভাষায় ঈশ্বর) নিকট থেকে স্থাপনাটির স্বর্গীয় নকশা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যে কারণে এটি হয়ে উঠেছিল ‘অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উৎস’। এই নকশাটি সম্বন্ধে আর একজন মাত্র লোক জানতেন, পশ্চিমে তিনি ‘হাইরাম আবিফ’ নামে পরিচিত। মেধাবী এই স্থপতি বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কারিগরদের অন্যতম ছিল। হিব্রু বাইবেলে (তালমুদ) তাকে ‘বিধবার সন্তান’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাইরাম আবিফকে তার কয়েকজন শিষ্য গোপন আজ্ঞা লাভের বাসনা থেকে খুন করে পাহাড়ি গুহায় চাপা দিয়ে

রাখে। ইয়াহুদিদের প্রাচীন সংঘ 'ফ্রিম্যাসনারি'র (ঋৎববসধংড়হৎু) উদ্ভব এই হাইরাম আবিফকে কেন্দ্র করেই হয়েছে। ধারণা করা হয়, তিনি ছিলেন ফ্রি অর্থাৎ, 'মুক্ত' এবং ম্যাসন- 'কারিগর'। ফ্রিম্যাসন (আরবিতে যাদেরকে 'মাসুনিয়া' বলা হয়) আকিদা মতে, 'হাইরাম আবিফ তার অতিন্দ্রীয় জ্ঞানের দলিলাদি 'সলোমন মন্দিরের' নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যেখানে বিশ্বকে শাসন করা বা 'বশীভূত' করে রাখার জ্ঞান ও কলা-কৌশল রয়েছে।' (যেমন বলা হয়, সোলায়মান আ. মানব ও দানবকে বশীভূত করে পৃথিবীব্যাপী তার সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন)।

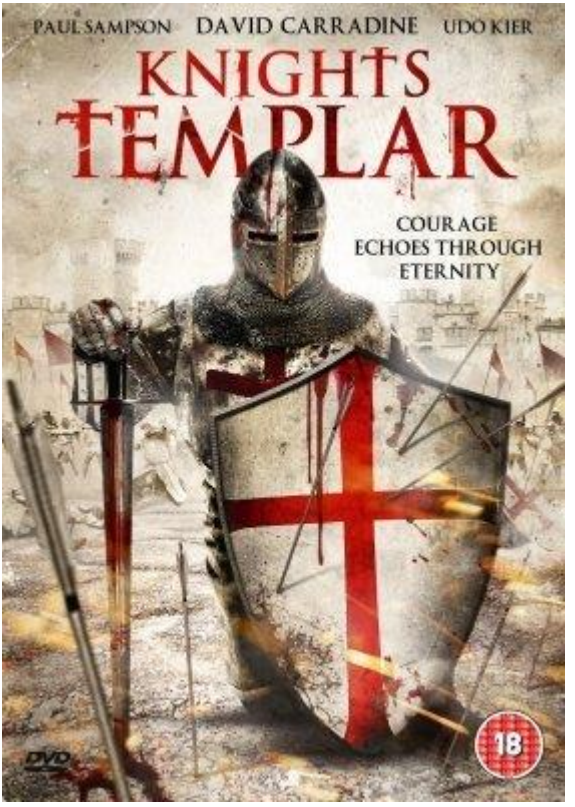

তালমুদ, জাদুর নকশা, বায়তুল মাকদিসের স্থাপত্য কৌশল এবং এ সংক্রান্ত

দলিলাদি করায়ত্ত্ব করার জন্য ক্রুসেডের সময় ‘নাইট টেম্পলার’ নামে আরেক উগ্রগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। তবে বিশ্লেষক ও ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ‘নাইট টেম্পলার’ এবং ‘ফ্রিম্যাসন’ মূলত একই গোষ্ঠীর লোক। শুরুর দিকে এদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯ জন। তারা খৃস্টের প্রতি আনুগত্য, দারিদ্র্য ও কৌমার্যের ব্রত নিয়েছিল। এদের রোমাঞ্চকর কার্যকলাপে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপের অভিজাত শ্রেণি তাদের সংঘে যোগ দেয়। এ সময় তারা প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তি লাভ করে। কালে কালে এই গুপ্ত সংঘটি ফ্রিম্যাসনদের ‘গুপ্তঘাতক’ দলে পরিণত হয়। এরা প্রায় ৭৫ বছর পর্যন্ত জেরুসালেমের ‘টেম্পল অব সলোমন’কে কেন্দ্র করে তাদের গোপন কর্মকা- পরিচালনা করে। কথিত আছে, তারা ওখান থেকে ‘টেন কমান্ডমেন্টস’ ও অন্যান্য গোপন নথি হস্তগত করতে সমর্থ হয়েছিল। ক্রুসেড যুদ্ধে পরাজয়ের পর এদের প্রকাশ্য তৎপরতা চলে যায় পর্দার আড়ালে। ‘লুসিফারে’ (সর্বদর্শী আরাধ্য দেবতা) বিশ্বাসী ম্যাসনিকরা এই সময় পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী তাদের গোপন কর্মকা- চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচ- বাসনা এখনো তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। [চলবে]

সুত্রঃ

http://www.weeklylikhoni.com/

বি,দ্র, ছবি গুলো আমার সংগৃহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৩৭

দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা ও দারিদ্রতার মাহাত্ম্য

Hazi Shariyatullah

Senior Member

০৮-০৬-২০১৫

আল্লাহ তাআলা বলেন,

“বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি আসমান হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্টের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়, যা থেকে মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পুর্ন অধিকারী, তখন দিনে অথবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে পড়ে, সুতরাং আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেই, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। এরুপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বর্ণনা করে থাকি”।(সূরা ইউনুস ২৪)

তিনি আরও বলেন,

“তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিস্ট হয়ে উদগত হয়। তারপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ন-বিচূর্ন হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ধনঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর সৎকার্য, যার ফল স্থায়ী, ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।” (সূরা কাহফ ৪৫-৪৬)

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন,

“তোমার জেনে রাখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ন দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরো-টুকরো (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং

পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" (সূরা হাদীদ ২০ আয়াত)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

"নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভাণ্ডার, পছন্দসই (চিহ্নত) ঘোরা, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকতেই উওম আশ্রয়স্থল রয়েছে"। (আলে ইমরান ১৪)

তিনি আরো বলেন,

" হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং কোন প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে"। (সূরা ফাত্বির ৫ আয়াত)

আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন,

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা (মরে) কবরে উপস্থিত হও। কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি, কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। সত্যিই, তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা জানতে (ঐ প্রতিযোগিতার পরিণাম)" (সূরা তাকাসুর ১-৫ আয়াত)

তিনি আরও বলেন,

"এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর পরলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত"। (সূরা আনকাবূত ৬৪ আয়াত)

এ মর্মে প্রচুর আয়াত ও হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হল-

১) আমর ইবনে আউফ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আবূ উবাইদাহ ইবনে জারাহকে জিযিয়া (ট্যাক্স) আদায় করার জন্য বাহরাইন পাঠালেন। তারপর তিনি বাহরাইন থেকে (প্রচুর) মাল নিয়ে এলেন। আনসারগন তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের নামাযে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে শরীক হলেন। যখন তিনি নামায পড়ে (নিজ বাড়ি) ফিরে যেতে লাগলেন, তখন তারা তাঁর সামনে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দেখে হেসে বললেন, "আমার মনে হয়, তোমরা আবূ উবাইদাহ বাহরাইন থেকে কিছু (মাল) নিয়ে এসেছে, তা শুনেছ।" তারা বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমরা সেই আশা রাখ, যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে। তবে আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে আমি এ আশংকা করছি না.বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসবে। আর তাতে তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।।" (সহীহুল বুখারী ৩১৫৮,৪০১৫, মুসলিম ২৯৬১)

২) আবূ সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। তারপর তিনি বললেন, "আমি তোমদের উপর যার আশঙ্কা করছি তা হল এই যে, তোমাদের উপর শোভা ও সৌন্দর্য (এর দরজা) খুলে দেওয়া হবে।" (সহীহুল বুখারী ১৪৬৫,৯২২, মুসলিম ১০৫২)

৩) উক্ত রাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করেছেন। তারপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও ও নারীজাতির ব্যাপারে।" (মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১)

৪) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন।" (সহীহুল বুখারী ২৮৩৪,২৮৩৫ মুসলিম ১৮০৫)

৫) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে (সঙ্গে যায়) দাফনের পর দুটি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথেই থেকে যায়। সে তিনটি হল, (এক) তার পরিবারবর্গ, (দুই) তার মাল, (তিন) তার আমল। দাফনের পর তার পরিবারবর্গ

ও মাল ফিরে আসে। আর তার আমল তার সাথেই থেকে যায়।" (সহীহুল বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০)

৬) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে হতে এমন এক ব্যক্তি নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ায় সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। তারপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাএ) চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, 'হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো ভাল জিনিস দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-সামগ্রী এসেছে?' সে বলবে, 'না। আল্লাহর কসম! হে প্রভু!' আর জান্নাতীদের মধ্যে হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ায় সবচেয়ে দুখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে (মাএ একবার) চুবানোর পর বলা হবে, 'হে আদম সন্তান! তুমি কি দুনিয়ায়তে কখনো কষ্ট দেখছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ গেছে?' সে বলবে, 'না। আল্লাহর কসম! আমার উপর কোনদিন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি।" (মুসলিম ২৮০৭, আহমাদ ১২৬৯৯,১৩২৪৮)

৭) মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আখিরাতের মুকাবেলায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের করে) দেখে যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রে কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে।" (মুসলিম ২৮৫৮, আহমাদ ১৭৫৪৭,১৭৫৪৮)

৮) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত,একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারের পাশ দিয়ে গেলেন। এমন অবস্থায় যে, তাঁর দুই পাশে লোকজন ছিল। তারপর তিনি ছোট কানবিশিষ্ট একটি মৃত ছাগল ছানার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তার কান ধরে বললেন, "তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের পরিবর্তে এটাকে নেওয়া পছন্দ করবে?" তারা বললেন, 'আমরা কোন জিনিসের বিনিময়ে এটা নেওয়া পছন্দ করব না এবং আমারা এটা নিয়ে করবই বা কি?' তিনি বললেন, "তোমরা কি পছন্দ কর যে, (বিনামুল্যে) এটা তোমাদের হোক?" তারা বললেন, 'আল্লাহর কাসম! যদি এটা জীবিত থাকত তবুও সে ছোট কানের কারনে দোষযুক্ত ছিল। এখন সে মৃত (সেহেতু একে কে নেবে)?' তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট এই মৃত ছাগল ছানাটা যতটা নিকৃষ্ট, দুনিয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট।" (মুসলিম ২৯৫৭, আবূ দাউদ ১৮৬, আহমাদ ১৪৫১৩)

৯) আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম –এর সাথে মদীনার কালো পাথুরে যমীনে হাঁটছিলাম। উহুদ পাহাড় আমাদের সামনে পড়ল। তিনি বললেন, "হে আবূ যার! এতে আমি খুশী নই যে, আমার নিকট এই উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকবে, এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হবে অথচ তার মধ্যে থেকে একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে। অবশ্য টা থাকবে যা আমি ঋণ আদায়ের জন্য বাকী রাখব অথবা আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে খরচ করব।"

তারপর (কিছু আগে) চলে তিনি বললেন, "প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। অবশ্য সে নয় যে সম্পদকে (ফোয়ারার মত) এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে খরচ করে। কিন্তু এরকম লোকের সংখ্যা খুবই কম।"

তারপর তিনি আমাকে বললেন, "তুমি এখানে বসে থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কাছে (ফিরে) আসছি।" এরপর তিনি রাতের অন্ধকারে চলতে লাগলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হঠাৎ, আমি এক জোর শব্দ শুনলাম। আমি ভয় পেলাম যে কোন শত্রু হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে পড়েছে। সুতরাং আমি তাঁর নিকট যাওয়ার ইছা করলাম, কিন্তু তাঁর কথা আমার স্মরণ হল, "তুমি এখানে বসে থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কাছে (ফিরে) আসছি।" সুতরাং আমি তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে থাকলাম। (তিনি ফিরে এলে) "আমি বললাম,আমি এক জোর শব্দ শুনলাম, যাতে আমি ভয় পেলাম ।" সুতরাং যা শুনলাম আমি তা তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম।

তিনি বললেন, "তুমি শব্দ শুনেছিলে?" আমি বললাম, "জী হ্যাঁ" , তিনি বললেন, "তিনি জিবরাঈল ছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে বললেন, "আপনার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" আমি বললাম, "যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও কি?" তিনি বললেন, "যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে।" (সহীহুল বুখারী ৬২৬৮,১২৩৭,২৩৮৮,৩২২২, মুসলিম ৯৪)

১০) আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এতে আনন্দিত হতাম যে, ঋণ পরিশোধের পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ করে ফেলি।" (সহীহুল বুখারী ২৩৮৯,৬৪৪৫,৭২২৮, মুসলিম ৯৯১)

১১) উক্ত সাহাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "(দুনিয়ার ধন-দৌলত ইত্যাদির দিক দিয়ে) তোমারা মধ্যে যে নীচে তোমরা তার দিকে তাকাও এবং যে তোমাদের উপরে তার দিকে তাকায়ো না। যেহেতু সেটাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা যে, তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে তা তুচ্ছ মনে করবে না।" (সহীহুল বুখারী ৬৪৯০,মুসলিম ২৯৬৩)

১২) বুখারীর বর্ণনায় আছে, "তোমাদের কেউ যখন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে তার থেকে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে এ বিষয়ে তার চেয়ে নিম্নস্তরের।"

১৩) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। (সহীহুল বুখারী ২৮৮৭, ৭৪৩৫, তিরমিযী ২৫৭৫)

১৪) উক্ত সাহাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সওরজন (আহলে সুফফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি, তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার) জন্য চাদর ছিল না, কারো কাছে লুঙ্গী ছিল এবং কারো কাছে চাদর, (এক সঙ্গে দুটি বস্ত্রই কারো কাছে ছিল না) তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। তারপর সেই বস্ত্র কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত। সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা করে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়!' (সহীহুল বুখারী ৪৪২)
১৫) উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত।" (মুসলিম ২৯৫৬, তিরমিযী ২৩২৪)
১৬) ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) আমার দুই কাঁধ ধরে বললেন, "তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাক।" আর ইবনে উমার (রাঃ) বলতেন, 'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।" (সহীহুল বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী ২৩৩৩) *এই হাদিসটির ব্যাখ্যায় উলামাগন বলেন, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ো না এবং তাকে নিজের আসল ঠিকানা বানিয়ে নিও না । মনে মনে এ ধরনা করো না যে, তুমি তাতে দীর্ঘজীবী হবে। তুমি তার প্রতি যত্নবান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো না। তার সাথে তোমরা সম্পর্ক হবে ততটুক, যতটুক একজন প্রবাসী তার প্রবাসের সাথে রেখে থাকে। তাতে সেই বিষয়-বস্ত নিয়ে বিভোল হয়ে যেও না, যে বিষয়-বস্ত নিয়ে সেই প্রবাসের ব্যক্তি হয় না, যে স্বদেশে নিজের পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চায়। আর আল্লাহই তওফীক দাতা।

১৭) আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম –এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন কর্ম বলে দিন, আমি তা করলে যেন আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসে।' তিনি বললেন, "দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণ আনো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকদের ধন-সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণ আনো, তাহলে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে।" (ইবনু মাজাহ ৪১০২)

১৮) নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা করে ফেলেছে সে কথা উল্লেখ করে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম –কে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকর ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়) তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না।' (মুসলিম ২৯৭৭,২৯৭৮, তিরমিযী ২৩৭২)

১৯) আয়েশা (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থায় ইন্তেকাল করলেন যে, তখন একটা প্রানীর খেয়ে বাঁচার মত কিছু খাদ্য আমার ছিল না। তবে আমার তাকের মধ্যে যৎসামান্য যব ছিল। এ থেকে বেশ

কিছুদিন আমি খেলাম। কিন্তু যখন একদিন মেপে নিলাম, সেদিনই তা শেষ হয়ে গেল।" (সহীহুল বুখারী ৩০৯৭, তিরমিযী ২৪৬৭)

২০) উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়্যাহ বিন্তে হারেসের ভাই আমর ইবনে হারেস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সময় কোন দীনার, দিরহাম, ক্রেতদাসী এবং কোন জিনিসই ছেড়ে যাননি। তবে তিনি ঐ সাদা খচ্চরটি ছেড়ে গেছেন, যার উপর তিনি সওয়ার হতেন এবং তাঁর হাতিয়ার ও কিছু জমি; যা তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদকাহ করে গেছেন।' (সহীহুল বুখারী ৪৪৬১,২৭৩৯,২৮৭৩)

২১) খাব্বার ইবনে আরাও (রাঃ) বলেন, 'আমরা আল্লাহর চেহেরা (সন্তোষটি) লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে (মদীনা) হিজরত করলাম। যার সওয়াব আল্লাহর নিকট আমাদের প্রাপ্য। এরপর আমাদের কেউ এ সওয়াব দুনিয়াতে ভোগ করার পূর্বেই বিদায় নিলেন। এর মধ্যে মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলেন এবং শুধুমাএ একখানা পশমের রঙিন চাদর রেখে গেলেন। আমরা (কাফনের জন্য) তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর পা বেরিয়ে গেল। আর পা ঢাকলে তাঁর মাথা বেরিয়ে গেল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, "তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর 'ইযখির' ঘাস বিছিয়ে দাও।" আর আমাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছেন, যাঁদের ফল পেকে গেছে। আর তাঁরা তা সংগ্রহ করছেন।' (সহীহুল বুখারী ১২৭৬, ৩৮৯৭,৩৯১৪,৪০৪৭)

২২) সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যদি আল্লাহর নিকট মাছির ডানার সমান দুনিয়া (মূল্য বা ওজন) থাকত, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে তাঁর (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।" (তিরমিযী ২৩২০, ইবনে মাজাহ ৪১১০)

২৩) আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম –কে বলতে শুনেছি, "শোনো ! নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তাঁর মধ্যে যা কিছু আছে (সবই) তবে আল্লাহর যিকর এবং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, আলেম ও তালেবে-ইলম নয়।" (তিরমিযী ২৩২২, ইবনে মাজাহ ৪১১২)

২৪) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা জমি-জায়গা, বারি-বাগান ও শিল্প-ব্যবসায়ে বিভোর হয়ে পড়ো না। কেননা, (তাহলে) তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।" (তিরমিযী ২৩২৮, আহমাদ ৩৫৬৯,৪০৩৮,৪২২২)

২৫) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এমন অবস্থায় যে, আমরা আমাদের একটি কুঁড়েঘর সংস্কার করছিলাম। তিনি বললেন, "এটা কী?" আমরা বললাম, 'কুঁড়ে ঘরটি দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, তাই আমরা তা মেরামত করছি।' তিনি বললেন, "আমি ব্যাপারটিকে (মৃত্যুকে) এর চাইতেও নিকটবর্তী ভাবছি।" (তিরমিযী ২৩৩৫, আহমাদ ৬৪৬৬)

২৬) কা'ব ইবনে ইয়ায (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি; "প্রত্যেক উম্মাতের জন্য ফিতনা রয়েছে এবং আমরা উম্মাতের ফিতনা হচ্ছে মাল।" (তিরমিযী ২৩৩৬, আহমাদ ১৭০৭)

২৭) আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রাঃ) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম –এর নিকট এলাম, এমন অবস্থায় যে, তিনি 'আলহাকুমুত তাকাসুর' অর্থাৎ, প্রাচুর্য্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। (সূরা তাকাসুর) পড়ছিলেন।

তিনি বললেন, "আদম সন্তান বলে, 'আমার মাল, আমার মাল।' অথচ হে আদম সন্তান! তোমার কি এ ছাড়া কোন মাল আছে, যা তুম খেয়ে শেষ করে দিয়েছ অথচ যা তুমি পরিধান করে পুরাতন করে দিয়েছ অথবা সাদকাহ করে (পরকালের জন্য) জমা রেখেছ।" (মুসলিম ২৯৫৮)

২৮) আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন একটি লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম –কে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালবাসি।' তিনি বললেন, "তুমি যা বলছ, তা চিন্তা করে বল।" সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালবাসি।' এরূপ সে তিনবার বলল। তিনি বললেন, "যদি তুমি আমাকে ভালবাসো, তাহলে দারিদ্রের জন্য বর্ম প্রস্তুত রাখো। কেননা, যে আমাকে ভালবাসবে স্রোত তার শেষ প্রান্তের দিকে যাওয়ার চাইতেও বেশি দ্রুতগতিতে

দারিদ্র তার নিকট আগমন করবে।" (তিরমিযী ২৩৫০)
২৯) কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ছাগলের পালে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, তার চেয়ে মানুষের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লভ-লালসা তার দ্বীনের বেশী ক্ষতিকারক।" (তিরমিযী ২৩৭৬, আহমাদ ১৫৩৫৭, ১৫৩৬৭)

৩০) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন চাটাই –এর উপর শুলেন। তারপর তিনি এই অবস্থায় উঠলেন যে, তাঁর পার্শ্বদেশে দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি (আপনার অনুমতি হয়, তাহলে) আমরা আপনার জন্য নরম গদি বানিয়ে দিই।' তিনি বললেন, "দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি তো এ জগতে ঐ সওয়ারের মত যে ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের জন্য গাছের ছায়ায় থামল। পুনরায় সে চলতে আরম্ভ করল এবং ঐ গাছটি ছেড়ে দিল।" (তিরমিযী ২৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৪১১৬৯)

৩১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "গরীব মুমিনরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী ২৩৫৩,২৩৫৪, ইবনু মাজাহ ৪১২২)

৩২) ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইমরান ইবনে হুসাইন(রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি বেহেশ্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশই গরীব লোক। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীরাই মহিলা।" (সহীহুল বুখারী ৩২৪১,৫১৯৮,৬৪৪৯,৬৫৪৬, মুসলিম ২৭৩৮)

ইমাম বুখারী উক্ত হাদিসকে ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন।
৩৩) উসামাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমি জান্নাতের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, সেখানে অধিকাংশ নিঃস্ব লোক রয়েছে। আর ধনবানরা তখনো (হিসাবের জন্য) অবরুদ্ধ রয়েছে। অথচ দোযখীদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়ে গেছে।" (সহীহুল বুখারী ৫১৯৬, ৬৫৪৭, মুসলিম ২৭৩৬)

৩৪) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সবচেয়ে সত্য কথা কোন কবি বলেছেন, তা হল লাবীদ (কবীর) কথা, (তিনি বলেছেন,) ‘শোনো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল।” (সহীহুল বুখারী ৩৮৪১, ৬১৪৭,৬৪৮৯ মুসলিম ২২৫৬)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪০৪

ইমাম মাহদী (আ:) সম্পর্কে একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর

AbdulMajed

Member

০৭-০৬-২০১৫

ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে একটি প্রশ্ন এবং তার উত্তর

----- মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (দাঃবাঃ)

প্রশ্নঃ ড. আহমদ আমীন তার 'দুহাল ইসলাম'-এ বলেন, মাহদী আ.-এর আগমনের বিশ্বাস নাকি শীয়াদের মাহদীবাদ থেকে গৃহীত। সহীহাইনে নাকি এ সংক্রান্ত কোনো হাদীস নেই। আর হাদীসের অন্যান্য কিতাবে এ সংক্রান্ত যেসব হাদীস আছে সেগুলোর সনদও আপত্তিমুক্ত নয়। অথচ আমরাও তো মাহদী আ.-এর আগমনে বিশ্বাস করি। প্রকৃত বিষয়টি কী এবং এ বিষয়ে কোনো কিতাব আছে কি না জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তরঃ ইমাম মাহদী রা.-এর আবির্ভাবের বিষয়টি অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং উম্মতের'তালাক্কী বিল কবুল' দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। সাহাবা-তাবেয়ীন থেকে শুরু করে আহলে সুন্নত ওয়ালজামাতের প্রায় সকল আলিম এ বিষয়ে একমত।*
কিয়ামতের পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বাইতের মধ্য হতে এমন একজন ব্যক্তির আগমন হবে যার নাম ও পিতার নাম হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম ও পিতার নামের অনুরূপ। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ। যার উপাধি হবে 'মাহদী'।

ইমাম আবুল হুসসাইন মুহাম্মাদ বিন হুসাইন আল আবুরী রাহ. (৩৬৩ হি.) বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তাওয়াতুর পরিমাণের প্রচুর হাদীসে মাহদীর আলোচনা এসেছে। একথাগুলিও খুবই বিশ্বস্তভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি আহলে বাইত থেকে হবেন। তিনি সাত বছর পৃথিবীর বুকে হুকুমত করবেন, অন্যায়-অবিচারে নিমজ্জিত পুরো ভূখন্ডে ইনসাফ ও সুবিচার

প্রতিষ্ঠা করবেন। আসমান থেকে হযরত ঈসা আ.-এর অবতরণের পর তিনিও ইমাম মাহদীকে দাজ্জালের সাথে যুদ্ধে সহযোগিতা করবেন। তিনি উম্মতের ইমামতি করবেন এবং হযরত ঈসা আ.ও তাঁর পিছনে নামায আদায় করবেন।' (আলমানারুল মুনীফ ১৪২)

এ বিষয়ে সহীহ-হাসান ও নির্ভরযোগ্য পর্যায়ের এত প্রচুর হাদীস রয়েছে যে, অনেক আলিম একে'মুতাওয়াতির' বলেছেন। ইমাম মাহদী ও তাঁর আগমন সংক্রান্ত বহু মৌলিক এবং বহু খুটিনাটি বিষয়ও এইসব হাদীসে রয়েছে। কোনো হাদীসে তাঁর শাসনামলের কথা, কোনো হাদীসে ঈসা আ.-এর সাথে তাঁর মোলাকাত ও ইমামতির কথা, কোনো হাদীসে তাঁর নাম ও বংশ পরিচয়, কোনো হাদীসে তাঁর গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এভাবে হাদীসের প্রায় সব ধরনের কিতাবেই এই হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে 'সহীহাইন'ও ব্যতিক্রম নয়। নাম উল্লেখ ছাড়াই ঈসা আ.কে নিয়ে তাঁর 'ইমামত' সংক্রান্ত একাধিক হাদীস সহীহাইনেও বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন: সহীহ বুখারী হাদীস: ৩৪৪৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ১৫৫, ১৫৬, ২৯১৯, ২৯১৪)

এসব হাদীসে 'আমীরুহুম', 'ইমামুকুম' ও 'খলীফা' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম মাহদী। এই হাদীসগুলোরই নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে 'আমীরুহুম আলমাহদী' শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। (দেখুন : আলমানারুল মুনীফ ১৪৭-১৭৮) তাছাড়া অন্যান্য সহীহ হাদীসে তো এই ব্যাখ্যা একেবারেই সুস্পষ্ট।

'ইমামাতুল মাহদী' নিয়ে হাদীসের প্রায় সকল কিতাবে স্বতন্ত্র অধ্যায় থাকার পরও শুধু সহীহাইনের হাদীসগুলোর কথা বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, হাদীসের এই দুটি কিতাব সাধারণ মানুষের মাঝেও প্রসিদ্ধ এবং অবশ্যই সহীহ হাদীসের সংকলন হিসেবে এই কিতাব দুটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কোনো বিষয় প্রমাণিত হওয়ার জন্য সহীহাইন কিংবা বিশেষ কোনো কিতাবে থাকা অপরিহার্য। বরং এ ধরনের চিন্তা অহেতুক হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়। ইমাম বুখারী রাহ. ও ইমাম মুসলিম রাহ.-এর কেউই এমন দাবী করেননি যে, সকল সহীহ হাদীস তাঁরা তাঁদের কিতাবে একত্র করেছেন বা একত্র করার ইচ্ছা করেছেন; বরং ইমাম বুখারী রাহ, নিজেই বলেন,

لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحاح أكثر আমি এই কিতাবে শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করেছি। এর বাইরেও অনেক সহীহ হাদীস আছে। (তারীখে বাগদাদ ২/৯)

তেমনি একথাও সহীহ সনদে প্রমাণিত যে, ইমাম মুসলিম রাহ.-এর কিতাব তাঁরই উস্তাদ ইমাম আবু যুরআ রাযী এবং ইবনে ওয়ারা রাহ.-এর হাতে পৌঁছলে তাঁরা বলেছিলেন, তুমি সহীহ নামে কিতাব লিখে বিদআতীদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছে। যখন তাদের সামনে কোনো সহীহ হাদীস পেশ করা হবে তখন তারা এই বলে প্রত্যাখ্যান করবে যে, এটি তো সহীহ মুসলিমে নেই।

ইমাম মুসলিম তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন যে, আমি তো শুধু আমার ও আমার নিকট যারা হাদীস শিখতে আসবে তাদের স্মরণ রাখার সুবিধার্থে কিছু হাদীস সংকলন করেছি। আমি বলিনি যে, এই সংকলনের বাইরের সকল হাদীস দুর্বল; বরং আমি শুধু এটুকু বলি যে, এই সংকলনের হাদীসগুলো সহীহ। (তারীখে বাগদাদ ৪/২৭৪)

অতএব কোনো বিষয় সহীহাইনে নেই তাই প্রমাণিত নয়-এমন বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল ও অযৌক্তিক। যাহোক, সহীহাইনের বাইরেও সহীহ ও নির্ভরযোগ্যতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ অনেক হাদীস রয়েছে, যেখানে ইমাম মাহদীর নাম, বংশ-পরিচয় এবং তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে। এমনকি খোদ ইমাম বুখারীর বিখ্যাত শাগরিদ ইমাম তিরমিযী রাহ. এই ধরনের একাধিক হাদীস সম্পর্কে 'হাসান-সহীহ' বলেছেন। (দেখুন : জামে তিরমিযী, হাদীস : ২২৩০-২২৩২)

সংক্ষিপ্ত পরিসরে সব হাদীস উল্লেখ করা এবং সেগুলোর সনদগত মান আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আলাদা কিতাব লেখা হয়েছে এবং এখনও লেখা হচ্ছে। এখানে প্রকাশিত কয়েকটি কিতাবের নাম লিখা হল।

১. আলবায়ান ফী আখবারি ছাহিবিয যামান, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (মৃত্যু : ৬৫৮ হি.)

২. ইকদুর দুরার মিন আখবারিল মাহদিয়্যিল মুনতাযার, শায়খ ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া আসসুলামী

৩. আলআরফুল ওয়ারদী ফী আখবারিল মাহদী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি,)
৪. তালখীসুল বায়ান ফী আলামাতি মাহদিয়্যি আখিরিয যমান, প্রাগুক্ত
৫. আলকাওলুল মুখতাছার ফী আলামাতিল মাহদিয়্যিল মুনতাযার, ইবনে হাজার হাইতামী (৯৭৪ হি.)

৬. আলবুরহান ফী আলামাতি মাহদিয়্যি আখিরিয যামান, শায়খ আলী আলমুত্তাকী আলহিন্দী (৯৭৫ হি.)

৭. ইবরাযুল ওয়াহমিল মাকনূন মিন কালামি ইবনি খালদূন, শায়খ আহমদ আলগুমারী (১৩২০-১৩৮০ হি.)

৮. আলমাহদিয়্যিউল মুনতাযার, শায়খ আবদুল্লাহ আলগুমারী
৯. আলআহাদীসুল ওয়ারিদাহ ফিল মাহদী ফী মিযানিল জারহি ওয়াত তাদীল, ড. আবদুল আলীম আলবাসতাবী আলহিন্দী

১০. আকীদাতু আহলিল আছার ফিল মাহদিয়্যিল মুনতাযার, শায়খ আবদুল মুহসিন ইবনে হামদ আলআববাদ

১১. আলইহতিজাজু বিলআছার আলা মান আনকারাল মাহদিয়্যাল মুনতাযার, শায়খ হামূদ ইবনে আবদুল্লাহ তুয়াইজারী

১২. আকীদায়ে যুহুরে মাহদী আহাদিস কি রৌশনি মে, ড. মাওলানা নিযামুদ্দীন শামযী রাহ.।

তবে একথাও সত্য যে, সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের বাইরে এ বিষয়টিতে জাল, অতি দুর্বল, ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনার সংখ্যাও কম নয়, কিন্তু এই কারণে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ে কোনো প্রভাব পড়তে পারে না। সহীহ হাদীসে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো এতই সুস্পষ্ট যে, সময়ে সময়ে গোলাম আহমদ কাদিয়ানির মত কিছু বিকৃত চিন্তার মানুষের মাহদী হওয়ার মিথ্যা দাবিতেও কিছু যায় আসে না। সাথে সাথে একথাও সুস্পষ্ট যে, অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট আলামত সম্বলিত ইমাম মাহদী রা.-এর সাথে শিয়া-রাফেযীদের কথিত মাহদীবাদের দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। তাদের মতবিশ্বাসটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বরং ইবনুল কাইয়িমের ভাষায়, 'পুরো মানবজাতির জন্য লজ্জাকর ও সকল বুদ্ধিমানের কাছে হাস্যকর' শিয়া-রাফেযীদের এই মাহদীবাদ বিশ্বাসের মূল কথা

হল, প্রায় বার শত বছর পূর্বে তাদের বিশ্বাস মতে-নবীদের মতো নিষ্পাপ বারজন ইমামের সর্বশেষ জন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, যার নাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আসকারী। কিশোর বয়সে তিনি ইরাকের সামরো বা সুররা মান রাআ শহরে পানির গভীরে জলজ কুঠিরে আত্মগোপন করে গেছেন। লোকচক্ষুর আড়ালে গেলেও বারশত বছর পরও তিনি পানিতে জীবিত! তারা প্রতিদিন তার জন্য অপেক্ষা করে কথিত জলজ কুঠিরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে!! সারাদিন চিৎকার করে তাকে আহবান করতে থাকে!!!

এবার আপনিই বলুন, ইমাম মাহদী সংক্রান্ত প্রশ্নের শুরুতে উল্লেখিত ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কোন কথাটির সাথে শীয়াদের এই অলীক কল্পনার মিল আছে??

শীয়াদের এই আকীদা সম্পর্কে হাফেয যাহাবী রাহ. বলেছেন, 'বিবেকহীনতা থেকে আল্লাহর পানাহ! পূর্ব যুগে এমন কিছু ঘটেছিল বলে যদি ক্ষণিকের জন্য মেনেও নেয়া হয়, তখন প্রশ্ন হল, এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কে? এতদিন পরও তিনি জীবিত আছেন-এরই বা সূত্র কি? এ কথাই বা কে বলেছে যে, তিনি নিষ্পাপ ও সর্বজ্ঞানীও। এসব অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দ্বারা যদি চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়, তাহলে তো বাস্তব-অবাস্তবের পার্থক্যই হারিয়ে যাবে এবং সকল অসম্ভবকে সম্ভব মনে করার পথ খুলে যাবে!!

মিথ্যা ও অবাস্তব; বরং অসম্ভব বিষয়কে দলীল মনে করা এবং এর দ্বারা ন্যায় ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা থেকে আল্লাহ আমাদের সকলকে রক্ষা করুন, যা ইমামিয়া ফের্কার বৈশিষ্ট্য।'(সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/১২১-১২২)

অতএব ইমাম মাহদীর আগমনের সহীহ আকীদা এবং শীয়াদের ঐ অলীক বিশ্বাসকে এক মনে করা অজ্ঞতা ও জাহালত ছাড়া আর কিছু নয়।

এখানে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা আরজ করলাম। বিস্তারিত জানার জন্য এই বিষয়ের কিতাবাদি মুতআলাআ করা যেতে পারে।

তবে এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন, তা হল, মিসরের ড. আহমদ আমীন সমকালীন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পন্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু হাদীস ও ইসলামের ইতিহাসসহ অন্যান্য ইসলামী উলূমে তার ধারণা ছিল খুবই সামান্য ও

ভাসাভাসা। আর এই ধারণার অধিকাংশই তিনি গ্রহণ করেছিলেন অনির্ভরযোগ্য কিছু মাসাদির ও খ্রিস্টান প্রাচ্যবিদদের রচনাবলি থেকে। ফলে তিনি ছিলেন ঐ সব চিন্তাবিদদের অন্যতম, যাদের ধ্যান-ধারণা পশ্চিমা-প্রভাবিত এবং যাদের চিন্ত-চেতনা প্রাচ্যবাদিতায় আক্রান্ত। এই কারণে তার রচনাবলিতে এত প্রচুর পরিমাণ এমন স্খলন রয়েছে যে, শুধু এর তালিকা করলেও একটি আলাদা রিসালা তৈরি হয়ে যাবে। ইসলামের ইতিহাস নিয়ে তার সিরিজ রচনা-ফজরুল ইসলাম, জুহরুল ইসলাম ও দুহাল ইসলামের পাতায় পাতায় যার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইমাম মাহদী রাহ. সম্পর্কেও তার বক্তব্য ঐসব সুস্পষ্ট স্খলনের অন্তর্ভুক্ত।

তার এসব স্খলন ও বিচ্যুতি নিয়ে ড. মুস্তফা সিবায়ী 'আসসুন্নাতু ওয়ামাকানাতুহা ফিত তাশরীয়িল ইসলামী' নামে একটি ঐতিহাসিক ও চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা সকলের পড়ার মতো।

এখানে এই কথাও মনে রাখা জরুরি যে, একজন তালিবে ইলম বরং একজন সাধারণ মানুষের জন্যও যে কোনো ধরনের লেখা কিংবা যে কোনো লেখকের বইপত্র পড়তে যাওয়া উচিত নয়। কী পড়বে, কী পড়বে না- এ বিষয়ে তালীমী মুরববী বা কোনো অভিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।

টীকা : * আল্লামা সাফফারিনী রাহ. (১১১৪ হি.-১১৮৮ হি.) তাঁর আকীদা বিষয়ক কিতাব'লাওয়ামেউল আনওয়ার আলবাহিয়্যাহ' যা শরহে আকীদাতিত সাফফারিনী নামে প্রসিদ্ধ। এই কিতাবে (২/৮৪) তিনি লিখেন-

وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة

সূত্রঃ

http://anonym.to/?http://www.alkawsar.com
http://anonym.to/?http://www.alkawsa...vicing?page=৪২

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৬৪